

# HSC 2025



## GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

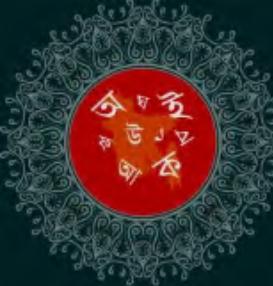
### আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

[userweb.utkorsho.org](http://userweb.utkorsho.org)

অথবা কল করো

+88 09613 715 715



বাংলা

বাংলা প্রথম পত্র  
অপরিচিত’ ও ‘সোনার তরী’

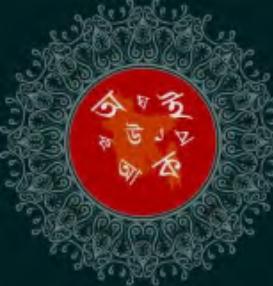




# অপৰিচিতা



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



## শিখনফল

- ১) যৌতুকের কাছে মানবিক বোধের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত।
- পুরুষতাত্ত্বিক সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠা।
- সুশিক্ষার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধের স্বরূপ।



ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ

ଲେଖକ ପରିଚିତି

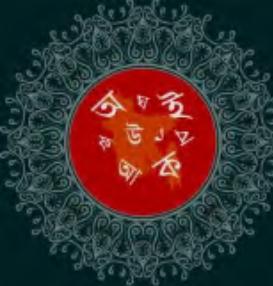
ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟଯୋଗ୍ୟ  
ସଟନା ଓ ପୁରକ୍ଷାର

ନାଟକ

ସାହିତ୍ୟକର୍ମ

କାବ୍ୟଗ୍ରହ

ଉପନ୍ୟାସ



## ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ

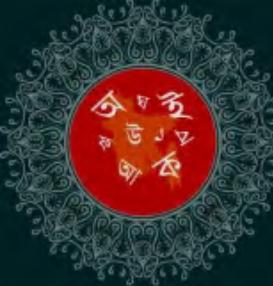
୧୮୮୨  
ପାତ୍ରମଧ୍ୟ ଚାଲୁ  
୧୯୮୩  
କାନ୍ତାଜାହାନ  
୧୯୯୧  
୭/୮୦ ମେ

ଜନ୍ମ: ୧୮୮୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗାନ୍ଧୀ

ପିତାର ନାମ: ଦେବମହାନ୍ତ ପାତ୍ର  
ମାତାର ନାମ: ଶାଣ୍ଡା ଦେବୀ

ମୃତ୍ୟୁ: ୧୯୫୧

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ  
(BPA)



## ব্যক্তিগত তথ্য

জি উকের্ষ

◆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে **জন্ম** গ্রহণ করেন? [চ,বো-১৯]

(ক) ১৮৩৮

(খ) ১৮৪২

✓ (গ) ১৮৬১

(ঘ) ১৮৯৯

◆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **মায়ের নাম কী?** [চ,বো-১৭]

(ক) নীরদা সুন্দরী

✓ (খ) সারদা দেবী

(গ) কুসুম কুমারী দাশ

(ঘ) মন্ময়ী দেবী

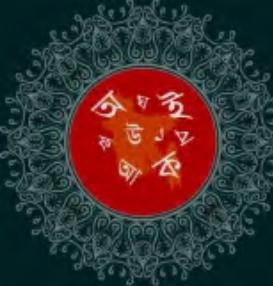


## প্রথম ও শেষ সাহিত্যকর্ম



প্রথম শব্দঃ → এন্ড (এড)  
শেষ ॥ → শেষেখা

প্রথম চোটগুলু তিখানী  
শেষ ॥ → মুসলমানী গুলি



## প্রথম ও শেষ সাহিত্য কর্ম

উকেষ

♦ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [ঢ, বি]

- (ক) সোনার তরী
- (খ) বলাকা
- (গ) গীতাঞ্জলি
- (ঘ) বনফুল

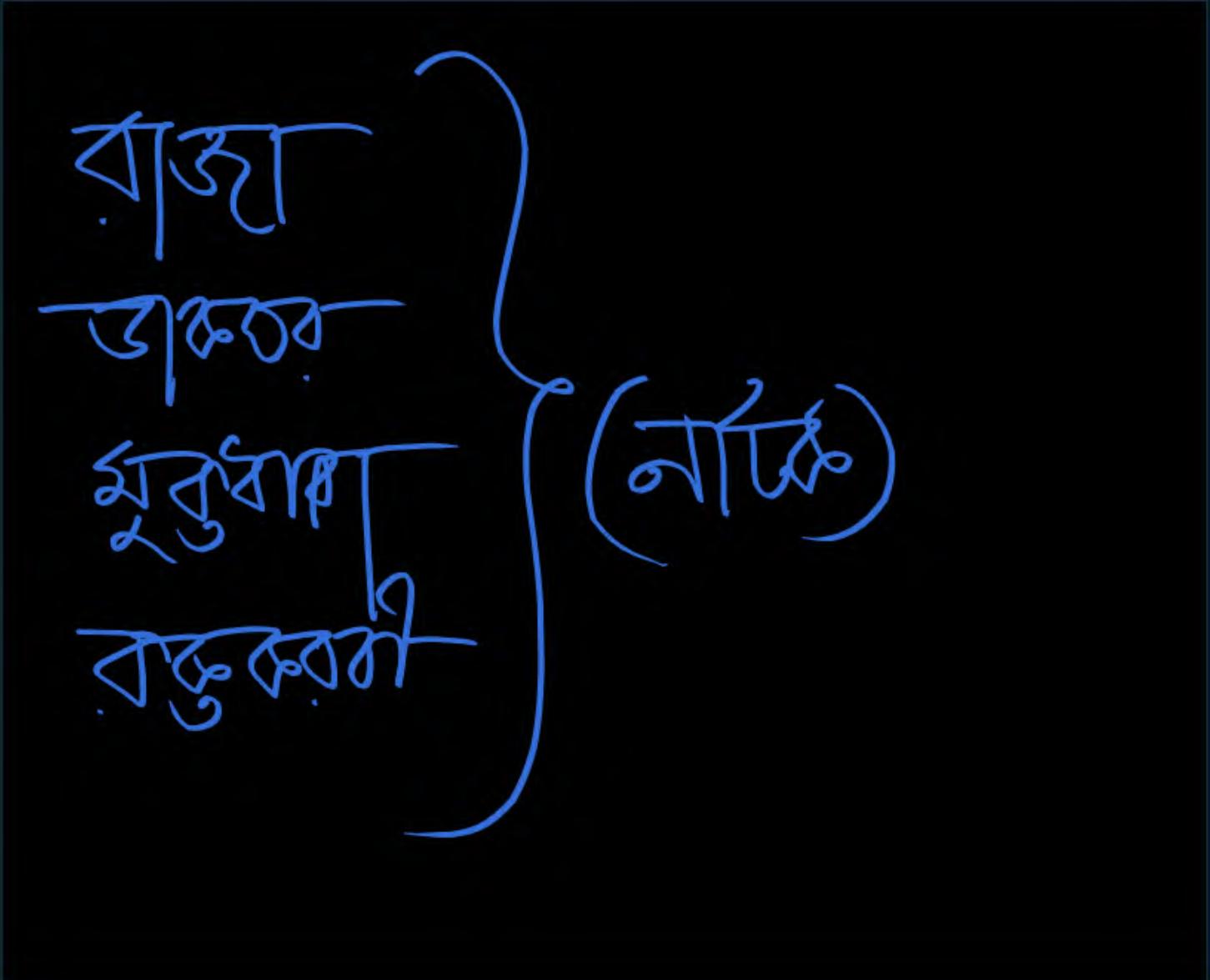
♦ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর বয়সে গল্পকার হিসাবে আনুপ্রকাশ করেন? [৪৫তম বিসিএস]

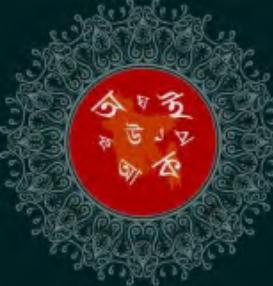
- (ক) ১০ বছর
- (খ) ১২ বছর
- (গ) ১৫ বছর
- (ঘ) ১৬ বছর



## সাহিত্য কর্ম

(নাটক)

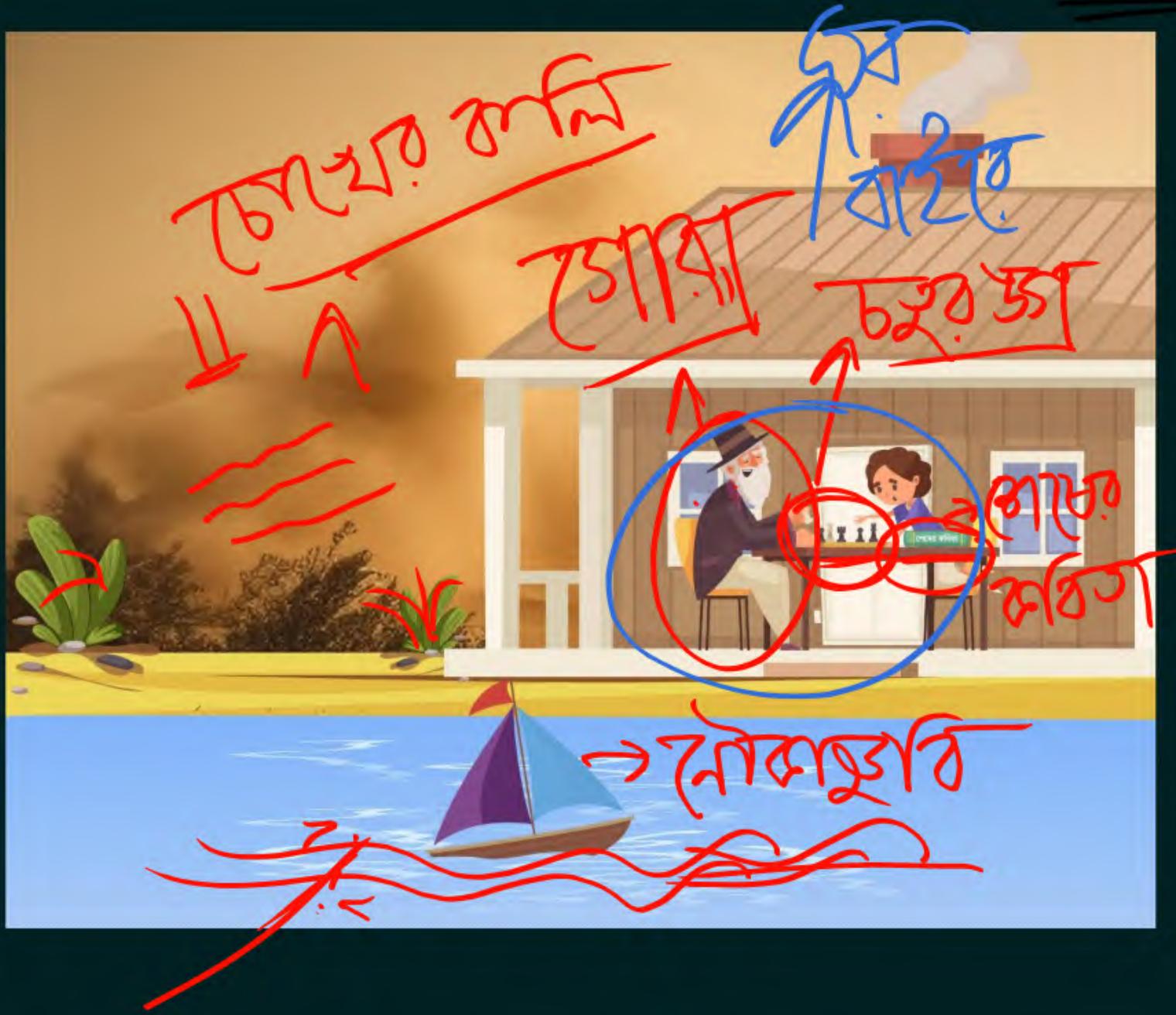




# সাহিত্য কর্ম

ଉকেষ

(উপন্যাস)



চোখ  
চুক্ষ  
শাখা  
শাখা  
শাখা  
মৌলভূটি



## ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ



(କାବ୍ୟଗ୍ରହ)

(ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଚିତ୍ର)

ବ୍ୟାକ  
ଗ୍ରନ୍ଥଦିନ  
ଚିତ୍ର  
ଲାଭ  
ଶେଖନେଖ



## সাহিত্য কর্ম

জি উকের্স

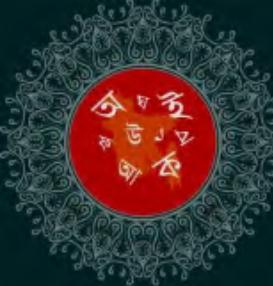
- ◆ শেষের কবিতা কি?
- (ক) কবিতা
- (খ) নাটক
- (গ) উপন্যাস
- (ঘ) কাব্যগ্রন্থ
- ◆ বাংলা ছোট গল্পের সার্থক রূপকার কে?
- (ক) শরৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়
- (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (গ) বক্রিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়
- (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম
- ◆ গল্পগুচ্ছে সংকলিত গল্পের সংখ্যা কতটি?
- (ক) ৯০
- (খ) ৯২
- (গ) ৯৩
- (ঘ) ৯৫



## সাহিত্য কর্ম

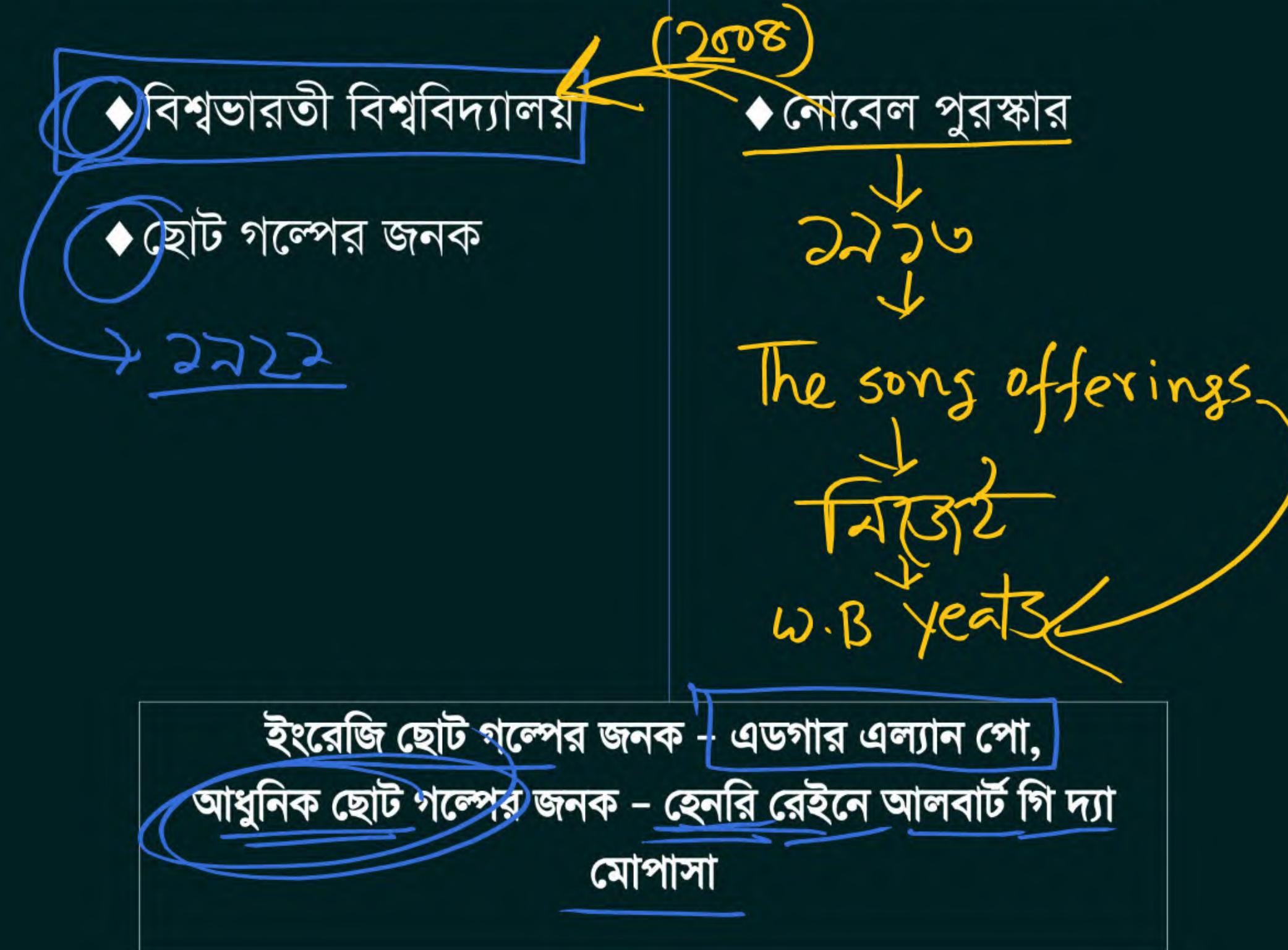
- ◆ ‘রাজা’<sup>১</sup> রবীন্দ্রনাথের কী ধরণের সাহিত্য কর্ম?
- (ক) কবিতা ✗  
(খ) নাটক ✓  
(গ) উপন্যাস ✗  
(ঘ) কাব্যগ্রন্থ ✗
- ◆ ‘সোনার তরী’ কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
- (ক) মানসী  
(খ) চিত্রা  
(গ) বলাকা  
(ঘ) সোনার তরী

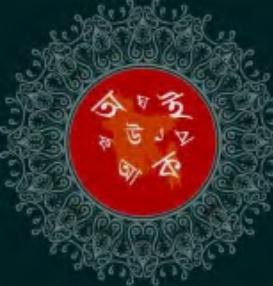
- ◆ গল্পগুচ্ছে সংকলিত গল্পের সংখ্যা কতটি?
- (ক) ৯০  
(খ) ৯২  
(গ) ৯৩  
(ঘ) ৯৫
- ◆ রবীন্দ্রনাথের ‘বনফুল’ কাব্যগ্রন্থ কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়?
- (ক) ১২  
(খ) ১৩  
(গ) ১৫ ✓  
(ঘ) ১৬



# উল্লেখযোগ্য ঘটনা

## পুরস্কার





## উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পুরস্কার

◆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন?

- (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- (খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- (গ) ~~বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়~~
- (ঘ) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

◆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক কোনটি?

- (ক) শেষের কবিতা X
- ~~(খ) রাজা~~
- (গ) বলাক
- (ঘ) চিরা

◆ এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পান কে?

- (ক) কাজী নজরুল ইসলাম
- ~~(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর~~
- (গ) জীবনানন্দ দাশ
- (ঘ) সত্যজিৎ রায়

◆ কত বছর বয়সে তাঁর 'বনফুল' কাব্য প্রকাশিত হয়?

- (ক) ১২ বছর
- (খ) ১৩ বছর
- ~~(গ) ১৫ বছর~~
- (ঘ) ১৬ বছর



## ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ

୧। ଜନ୍ମଃ ୧୮୬୧  
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୭ଇ ମେ  
(୧୨୬୮ ବଙ୍ଗାବ୍ଦେର  
୨୫ଶେ ବୈଶାଖ )

୨। ପିତାঃ  
ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

୩। ମାତାঃ ସାରଦା  
ଦେବୀ ।

୪। ମୃତ୍ୟୁঃ ୧୯୪୧  
ସାଲେର ୭ଇ ଆଗଷ୍ଟ ।

## সାହିତ୍ୟ କର୍ମ



- ୧। ବାଂଲା ଛୋଟ ଗଲ୍ପେର ଜନକ ।
- ୨। ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟଃ ବନଫୁଲ ( ୧୫ ବଚ୍ଚର ବୟସେ ) ଓ ଶେଷ କାବ୍ୟଗ୍ରହ୍ତଃ ଶେଷ ଲେଖା ।
- ୩। ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ଗଲ୍ପଃ ଭିଖାରିନୀ (୧୬ ବଚ୍ଚର ବୟସେ) ଓ ଶେଷ ଛୋଟ ଗଲ୍ପଃ ମୁସଲମାନୀର ଗଲ୍ପ ।
- ୪। ଗଲ୍ପଗୁଚ୍ଛ' ପ୍ରକ୍ଳେ ୯୫ଟି ଛୋଟ ଗଲ୍ପ ହାନ ପେଯେଛେ ।
- ୫। ଉପନ୍ୟାସଃ ଚୋଥେର ବାଲି, ଗୋରା, ଚତୁରଙ୍ଗ, ଘରେ ବାହିରେ,  
ଶେଷେର କବିତା, ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୬। ନାଟକଃ ରାଜା, ଅଚଲାୟତନ, ଡାକଘର, ମୁକ୍ତଧାରା,  
ରକ୍ତକରବୀ
- ୭। କାବ୍ୟଗ୍ରହ୍ତଃ ମାନସୀ, ସୋନାର ତରୀ, ଚିତ୍ରା, କ୍ଷଣିକା,  
ବଲାକା,  
ପୁନଶ୍ଚ, ଜନ୍ମଦିନେ, ଶେଷ ଲେଖା ଇତ୍ୟାଦି ।

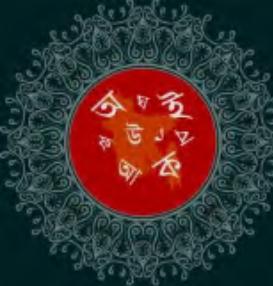
## ପୁରକ୍ଷାର ଓ ଅବଦାନ

୧। ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟେର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ  
ଛୋଟ ଗଲ୍ପ ରଚ୍ୟିତା ଓ ବାଂଲା ଛୋଟ  
ଗଲ୍ପେର ଜନକ ।

୨। ଗୀତାଞ୍ଜଲିର ଇଂରେଜି ଅନୁବାଦ  
'The Song Offerings' ଏର ଜନ୍ୟ  
୧୯୧୩ ସାଲେ ନୋବେନ ପାନ ।

୩। ରବୀନ୍ଦ୍ରଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  
କରେନ ।

୪। କୁଣ୍ଡିଯାର ଶିଲାଇଦହେ ଅବହାନ କାଳେ  
ତିନି ତାଁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛୋଟ ଗଲ୍ପଗୁଲୋ  
ଲିଖେନ ।



# নিজেকে যাচাই

U উৎকর্ষ

♦ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

- (ক) ১৯১২
- (খ) ১৯১৩
- (গ) ১৯১১
- (ঘ) ১৯১৪

♦ রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- (ক) মানসী
- (খ) সোনারতরী
- (গ) শেষলেখা
- (ঘ) চিরা

♦ কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান?

(ক) শেষের কবিতা

(খ) গীতাঞ্জলি →

(গ) The Song Offerings

(ঘ) বনফুল

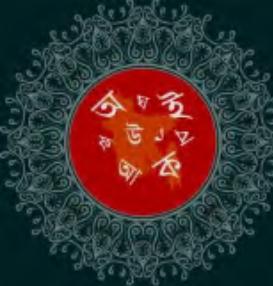
♦ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সাথে কোন নদীর প্রভাব বিদ্যমান?

(ক) পদ্মা

(খ) মেঘনা

(গ) যমুনা

(ঘ) কর্ণফুলি



## শব্দার্থ

উকেষ

বৃক্ষ

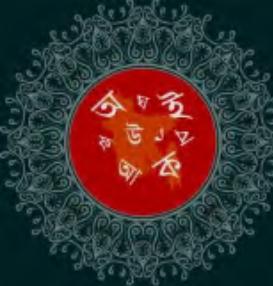
| শব্দ             | অর্থ  |
|------------------|---|
| <u>মাকাল ফল</u>  | দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধি ও শঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল।<br>বিশেষ অর্থে গুণহীন।                             |
| <u>অম্পূর্ণা</u> | <u>অম্বে</u> পরিপূর্ণা। <u>দেবী দূর্গা</u> ।  |
| <u>গজানন</u>     | <u>গজ</u> (হাতি) আনন্দ যার। <u>গণেশ</u>   |
| <u>ফল্ল</u>      | ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃস্লিলা নদী।<br>নদীটির ওপরের অংশে <u>বালির আস্তরণ</u><br>কিন্তু ভিতরে জলস্ন্মোত্ত প্রবাহিত। |
| <u>গঙ্গা</u>     | একমুখ বা <u>এককোষ জল</u> ।  |



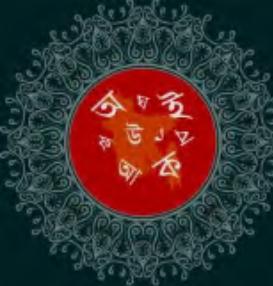
## ଶବ୍ଦାର୍ଥ

ଉକେଷ

| ଶବ୍ଦ      | ଅର୍ଥ  |
|-----------|---|
| ଅନ୍ତଃପୁର  | ଅନ୍ଦରମହଳ । ଭେତରବାଡ଼ି ।  |
| ସ୍ୱଯଂବରା  | ଯେ ମେଯେ ନିଜେଇ ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ବାଚନ କରେ ।                                 |
| ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ି | ଆଲବୋଲା । ଫରସି । ଦୀର୍ଘ ନଳୟୁକ୍ତ<br>ଛକ୍କାବିଶେଷ ।                       |
| ବାଁଧା ଛକା | ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ବ୍ୟବହାର୍ୟ ନାରକେଳ-ଖୋଲା<br>ତୈରି ଧୂମପାନେର ଯନ୍ତ୍ରବିଶେଷ । |
| ଉମେଦାରି   | ପ୍ରାର୍ଥନା । ଚାକରିର ଆଶାୟ ଅନ୍ୟେର କାହେ<br>ଧରନା ଦେଓଯା ।                 |
| ସ୍ଵଗଦ     | ଉପଟୋକନ ।  |



| ଶବ୍ଦ                               | ଅର୍ଥ  |
|------------------------------------|---|
| <u>ମକରମୁଖୋ</u>                     | ମକର ବା <u>କୁମିରେର</u> ମୁଖେର ଅନୁରୂପ ।  |
| <u>ଏସାରିଂ</u>                      | କାନେର ଦୁଲ ।   |
| <u>ଦକ୍ଷ୍ୟଜ୍ଞ</u><br><u>ରସନଚୌକି</u> | <u>ପ୍ରଜାପତି</u> <u>ଦକ୍ଷ</u> <u>କର୍ତ୍ତକ</u> ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯଜ୍ଞ ।<br><u>ଶାନାଇ</u> , <u>ତୋଳ</u> ଓ <u>କାଁସି</u> -ଏହି ତିନି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏକତାନବାଦନ । |
| <u>ଅଣ୍ଣ</u> (Si)                   | ଏକ ଧରନେର ଖନିଜ ଧାତୁ ।  |
| <u>ମହାନିରବାଣ</u>                   | ସବ <u>ରକମେର</u> ବନ୍ଧନ ଥେକେ <u>ମୁକ୍ତି</u>  |
| <u>ଅଣ୍ଣେର ଝାଡ଼</u>                 | ଅଣ୍ଣେର ତୈରି ଝାଡ଼ବାତି ।  |
| <u>କଲି</u>                         | ପୁରାଣେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶେଷ ଯୁଗ । କଲିଯୁଗ । କଲିକାଳ ।   |
| <u>ପାକ୍ୟନ୍ତ୍ର</u>                  | <u>ପାକଙ୍ଗଲୀ</u>   |
| <u>ପ୍ରଦୋଷ</u>                      | ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।   |



| শব্দ                | অর্থ  |
|---------------------|---|
| <u>একচক্ষু লঠন-</u> | একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লঠন যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। |
| <u>মৃদঙ্গ</u>       | মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।                            |
| <u>ধূয়া</u>        | গানের যে অংশ দোহাররা বারবার <u>পরিবেশন</u> করে                                    |
| <u>জড়িমা</u>       | <u>আড়ষ্টতা</u> । <u>জড়ত</u>   |
| মঞ্জরী              | কিশলয়যুক্ত কচি ডাল। কুমুল  |
| <u>একপত্নন</u>      | <u>একপ্রস্তু</u> ।  |
| <u>কানপুর</u>       | ভারতের একটি শহর।  |



## শব্দার্থ

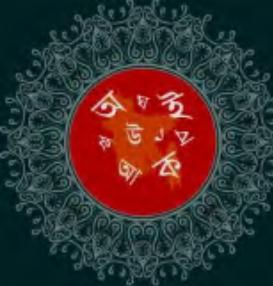
উকেষ

১। ‘গজানন’ এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? (দি.বো-১৬)

- (ক) গজ ও আনন
- (খ) গজের আনন
- (গ) গজ আনন যার
- (ঘ) যে গজ সে আনন

২। ‘জড়িমা’ শব্দের অর্থ কী? (রা.বো-১৬)

- (ক) জড়িয়ে থাকা
- (খ) আড়ষ্টতা
- (গ) চাকচিক্য
- (ঘ) জংধরা



## নিজেকে ঘাচাই

জি উকের্ষ

১। ‘সওগাদ’ শব্দের অর্থ কী?

- (ক) সাগরেদ
- (খ) উপটোকন
- (গ) স্বর্ণ
- (ঘ) সাগর

৩। অন্নপূর্ণা কে?

- (ক) কন্যাণী
- (খ) কল্যাণীর মা
- (গ) দেবী দুর্গা
- (ঘ) অনুপমের মা

২। ‘মকর’ শব্দের অর্থ কী?

- (ক) মাছ
- (খ) মাছি
- (গ) কুমির
- (ঘ) হাতি

৪। ‘পাকফন্ট’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) চুল্লি
- (খ) পাকস্থলি
- (গ) পাকঘর
- (ঘ) রান্নাঘর



## ପାଠ ପରିଚିତି

- ଗଲ୍ପଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ହ୍ୟ ପ୍ରମଥ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ପାଦିତ ମାସିକ 'ସବୁଜପତ୍ର' ପତ୍ରିକାଯ ।
- ପ୍ରଥମ ଏତ୍ତଭୂତ ହ୍ୟ ଗଲ୍ପସନ୍ତକେ ଓ ପରେ ଗଲ୍ପଗୁଛେ ।
- ଗଲ୍ପଟି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷେର ଜବାନିତେ ଲିଖା ।

(1st person)

‘ସବୁଜପତ୍ର’  
ପ୍ରମଥ ଚୌଧୁରୀ  
ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମାତି



◆ ‘অপরিচিতা’ গল্পটি কোন পুরুষের জবানিতে লিখা?

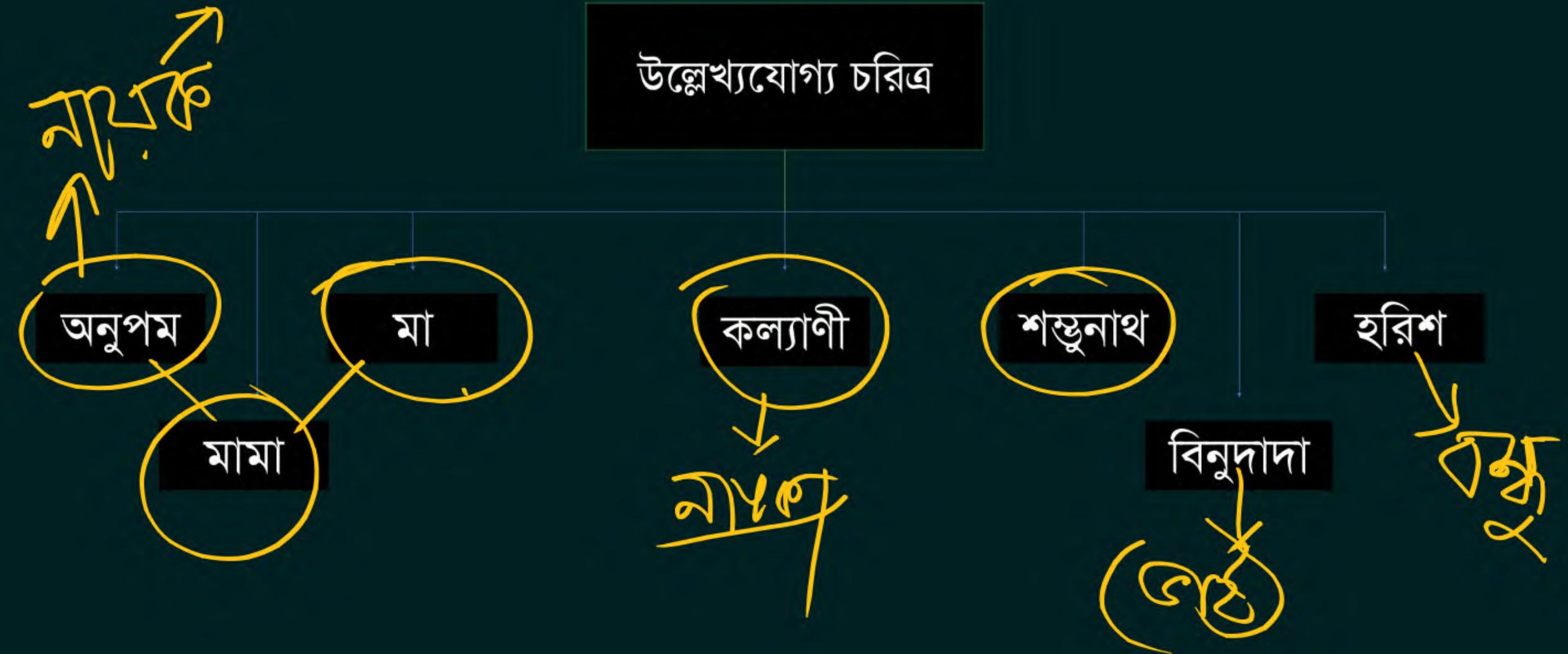
- (ক) উত্তম পুরুষ
- ✓ (খ) মাধ্যম পুরুষ
- (গ) কাল পুরুষ
- (ঘ) নাম পুরুষ

◆ ‘অপরিচিতা’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

- (ক) ভারতী
- ✓ (খ) সবুজপত্র
- (গ) কল্লোল
- (ঘ) লাঙল



## ମୂଳ ଗଣ୍ଠ

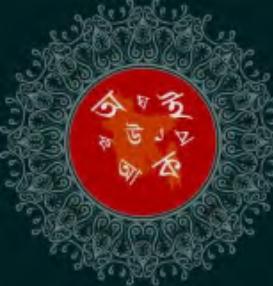




୨୯→

ଆଜ ଆମାର ବୟସ ସାତାଶ ମାତ୍ର । ଏ ଜୀବନଟା ନା ଦୈରଘ୍ୟେର ହିସାବେ ବଡ଼, ନା ଗୁଣେର ହିସାବେ । ତବୁ ଇହାର ଏକଟୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଆଛେ । ଇହା ସେଇ ଫୁଲେର ମତୋ ଯାହାର ବୁକେର ଉପରେ ଭରି ଆସିଯା ବସିଯାଇଲି ଏବଂ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପେର ଇତିହାସ ତାହାର ଜୀବନେର ମାଝଖାନେ ଫଳେର ମତୋ ଗୁଟି ଧରିଯା ଉଠିଯାଇଛେ । ସେଇ ଇତିହାସଟୁକୁ ଆକାରେ ଛୋଟୋ, ତାହାକେ ଛୋଟୋ କରିଯାଇ ଲିଖିବ । ଛୋଟୋକେ ଯାହାରା ସାମାନ୍ୟ ବଲିଯା ଭୁଲ କରେନ ନା ତାହାରା ଇହାର ରସ ବୁଝିବେନ । କଲେଜେ ଯତଙ୍ଗଲୋ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିବାର ସବ ଆମି ଚୁକାଇଯାଇ । ଛେଲେବେଳୋଯ ଆମାର ସୁନ୍ଦର ଚେହାରା ଲହିୟା ପଣ୍ଡିତମଶାୟ ଆମାକେ ଶିମୁଲ ଫୁଲ ଓ ଯାକାଳ ଫଳେର ସହିତ ତୁଳନା କରିଯା, ବିନ୍ଦୁପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଇଲେନ । ଇହାତେ ତଥନ ବଢ଼ୋ ଲଜ୍ଜା ପାଇତାମ; କିନ୍ତୁ ବୟସ ହଇୟା ଏ କଥା ଭାବିଯାଇ, ଯଦି ଜନ୍ମାନ୍ତର ଥାକେ ତବେ ଆମାର ମୁଖେ ସୁରୂପ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମଶାୟଦେର ମୁଖେ ବିନ୍ଦୁପ ଆବାର ଯେନ ଅମନି କରିଯାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଯ ଆମାର ପିତା ଏକକାଳେ ଗରିବ ଛିଲେନ । ଓକାଳତି କରିଯା ତିନି ପ୍ରଚୁର ଟାକା ରୋଜଗାର କରିଯାଇଛେ, ଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ନିମେଷମାତ୍ର ଓ ପାନ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁତେ ତିନି ଯେ ହାଁଫ ଛାଡ଼ିଲେନ ସେଇ ତାର ପ୍ରଥମ ଅବକାଶ ।

ସେଣା



♦ অনুপমের বাবা পেশায় কি ছিলেন?

- (ক) ডাক্তার  X
- (খ) শিক্ষক  X
- ✓ (গ) উকিল
- (ঘ) জমিদার  X

♦ কে অনুপকে শিমুল ফুলের সাথে তুলনা করেছে?

- (ক) মামা
- (খ) বিনুদাদা
- ✓ (গ) পঞ্চিমশাই
- (ঘ) হরিশ



আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধর্মী একথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্ধপূর্ণ কোলে গজাননের ছেট ভাইটি। আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বহু ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্লুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণুষ রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না। কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্জাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে- বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।



◆ পরিবারে অনুপমের আসল অভিভাবক কে?

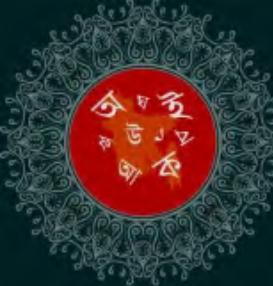
- (ক) মা
- (খ) মামা
- (গ) বাবা
- (ঘ) বিনুদাদা

◆ অনুপম কার হাতে মানুষ?

- (ক) মামার
- (খ) শিক্ষকের
- (গ) মায়ের
- (ঘ) বাবার



ଅନେକ ବଡ଼ୋ ସର ହିତେ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଯାଛିଲ । କିନ୍ତୁ ମାମା, ଯିନି ପୃଥିବୀତେ ଆମାର ଭାଗ୍ୟଦେବତାର ପ୍ରଧାନ ଏଜେନ୍ଟ, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାଁର ଏକା ବିଶେଷ ମତ ଛିଲ । ଧନୀର କଣ୍ୟା ତାଁର ପଚନ୍ଦ ନୟ । ଆମାଦେର ସରେ  
ଯେ ମେଯେ ଆସିବେ ସେ ମାଥା ହେଁଟେ କରିଯା ଆସିବେ, ଏହି ତିନି ଚାନ । ଅର୍ଥଚ ଟାକାର ପ୍ରତି ଆସନ୍ତି ତାଁର  
ଅଞ୍ଚିମଜ୍ଜାଯ ଜଡ଼ିତ । ତିନି ଏମନ ବେହାଇ ଚାନ ଯାହାର ଟାକା ନାହିଁ ଅର୍ଥଚ ଯେ ଟାକା ଦିତେ କମ୍ବୁର କରିବେ ନା ।  
ଯାହୋକ ଶୋଷଣ କରା ଚଲିବେ ଅର୍ଥଚ ବାଡ଼ିତେ ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଁଧା ହୁକାଯ ତାମାକ ଦିଲେ ଯାହାର  
ନାଲିଶ ଖାଟିବେ ନା । ଆମାର ବନ୍ଧୁ ହରିଶ କାନପୁରେ କାଜ କରେ । ସେ ଛୁଟିତେ କଲିକାତାଯ ଆସିଯା ଆମାର ମନ  
ଉତ୍ତଳା କରିଯା ଦିଲ ।

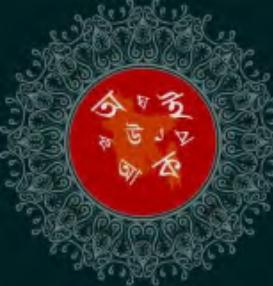


◆ লেখকের মতে অনুপমের ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট কে?

- (ক) মা ~~✓~~
- (খ) বিনু দাদা ~~✓~~
- (গ) হরিশ ~~✓~~
- (ঘ) মামা ~~✓~~

◆ হরিশ কোথায় কাজ করে?

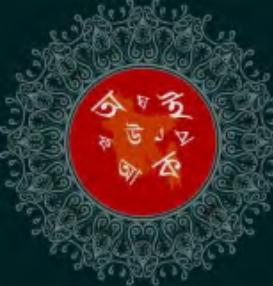
- (ক) কোণগর
- (খ) কলকাতা
- (গ) কানপুর
- (ঘ) হরিশপুর



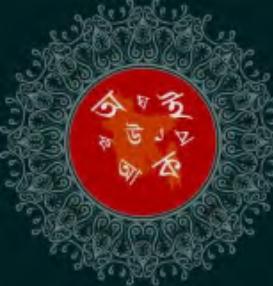
(M.A)

উক্ত

সে বলিল, “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।” কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাশ করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই- থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা। এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।



এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে দি বল, তবে-”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষ্ণার্ত। আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।” **হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়।** তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে **পাইলে ছাড়িতে চান না।** কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। **এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।** এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

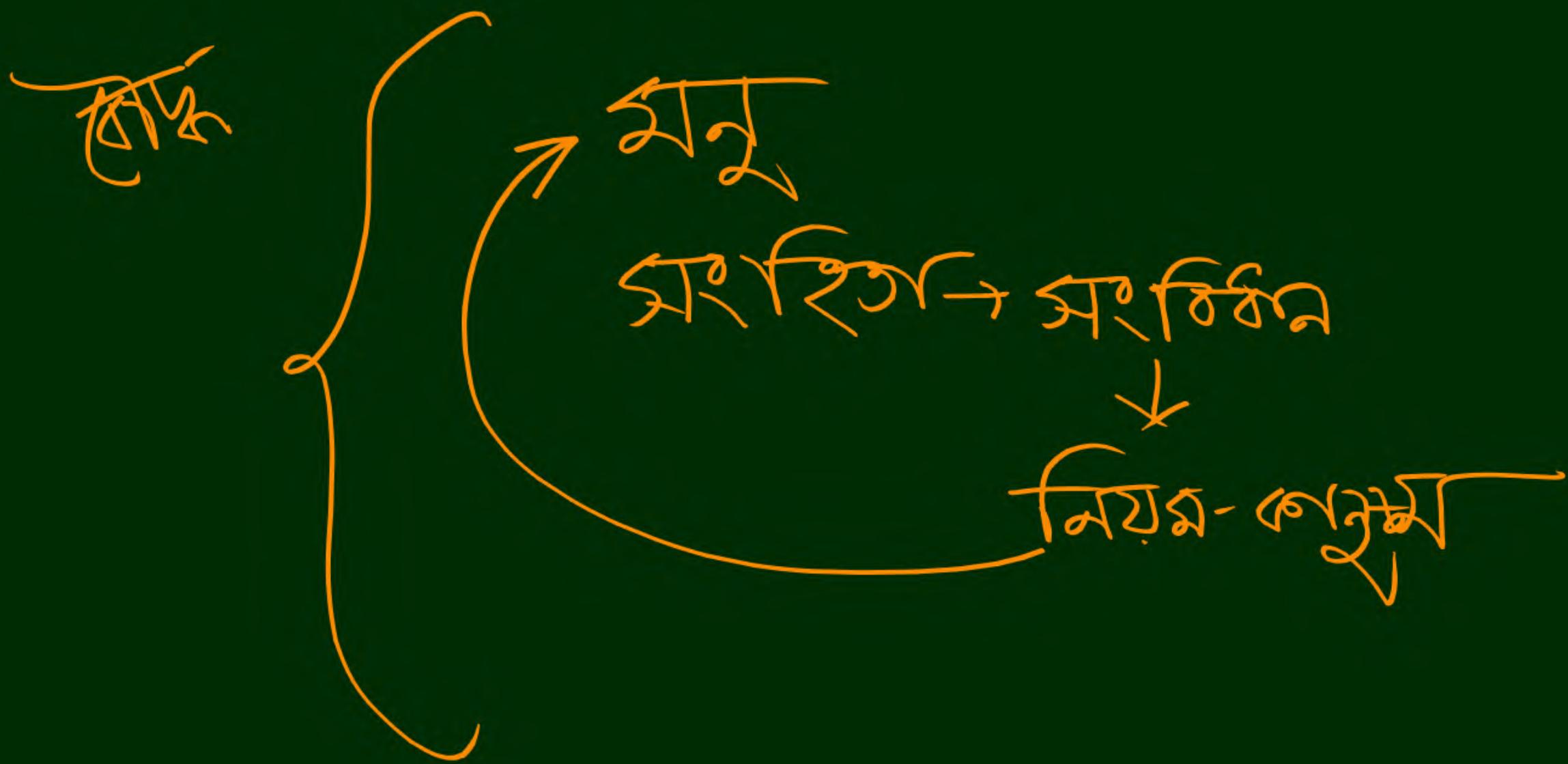


୧୦୩

ଶ୍ରେଷ୍ଠ

ଏସବ ଭାଲୋ କଥା । କିନ୍ତୁ, ମେଘେର ବୟସ ଯେ ପନ୍ଥେରୋ, ତାଇ ଶୁଣିଯା ମାମାର ମନ ଭାର ହଇଲ । ବଂଶେ ତୋ କୋନୋ ଦୋଷ ନାହିଁ? ନା, ଦୋଷ ନାହିଁ-ବାପ କୋଥାଓ ତାଁର ମେଘେର ଯୋଗ୍ୟ ବର ଖୁଜିଯା ପାନ ନା । ଏକେ ତୋ ବରେର ହାଟ୍ ମହାର୍ଷି, ତାହାର ପବେ ଧନୁକ-ଭାଙ୍ଗାପଣ, କାଜେଇ ବାପ କେବଳଇ ସବୁର କରିତେଛେ-କିନ୍ତୁ ମେଘେର ବୟସ ସବୁର କରିତେଛେ ନା । ଯାଇ ହୋକ, ହରିଶେର ସରସ ରସନାର ଗୁଣ ଆଛେ । ମାମାର ମନ ନରମ ହଇଲ । ବିବାହେର ଭୂମିକା-ଅଂଶଟା ନିର୍ବିଷ୍ଟେ ସମାଧା ହଇଯା ଗେଲ । କଲିକାତାର ବାହିରେ ବାକି ଯେ ପୃଥିବୀଟା ଆଛେ ସମସ୍ତଟାକେଇ ମାମା ଆନ୍ତାମାନ ଦ୍ୱାପେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲିଯା ଜାନେନ । ଜୀବନେ ଏକବାର ବିଶେଷ କାଜେ ତିନି କୋନ୍ଧଗର ଗର୍ଭତ ଗିଯେଛିଲେନ । ମାମା ଯଦି ମନୁହିତେନ ତବେ ତିନି ହାବଡ଼ାର ପୁଲ ପାର ହୋଯାଟାକେ ତାଁର ହାର ସଂହିତାଯ ଏକେବାରେ ନିଷେଧ କରିଯା ଦିତେନ । ମନେର ମଧ୍ୟେ ଇଚ୍ଛା ଛିଲ, ନିଜେର ଚୋଖେ ମେଘେ ଦେଖିଯା ଆସିବ । ସାହସ କରିଯା ପ୍ରତ୍ତାବ କରିତେ ପାରିଲାମ ନା । କନ୍ୟାକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଯାହାକେ ପାଠାନୋ ହଇଲ ସେ ଆମାଦେଇ ବିନୁଦାଦା, ଆମାର ପିନ୍ତତୋ ଭାଇ । ତାହାର ମତୋ ଝଞ୍ଚି ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର 'ପରେ ଆମି ଷୋଲୋ-ଆନା ନିର୍ଭର କରିତେ ପାରି । ବିନୁଦା ଫିରିଯା ଆସିଯା ବଲିଲେନ, "ମନ୍ଦ ନୟ ହେ! ଖାଁଟି ସୋନା ବଟେ ।"

ଚିତ୍ରନାଟ୍



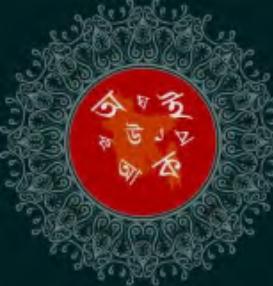


◆ ଅପରିଚିତ ଗଲେ କେ ଆସର ଜମାତେ ଅନ୍ଧିତୀୟ?

- (କ) ଅନୁପମ
- (ଖ) କଳ୍ୟାଣୀ
- (ଗ) ହରିଶ
- (ଘ) ବିନୁ ଦାଦା

◆ କଳ୍ୟାଣୀକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରତେ ଗେଛିଲ କେ?

- (କ) ହରିଶ
- (ଖ) ବିନୁ
- (ଗ) ମାମା
- (ଘ) ମା



ବିନୁଦାଦାର ଭାଷାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଁଟ । ସେଥାନେ ଆମରା ବଲି ‘ଚମକାର’ ସେଥାନେ ତିନି ବଲେନ ‘ଚଳନସହ’ । ଅତ୍ୟବ୍ରଫିଲାମ, ଆମାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଜାପତିର ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚଶରେର କୋନୋ ବିରୋଧ ନାହିଁ ।

ବଲା ବାହ୍ୟ, ବିବାହ-ଉପଲକ୍ଷେ କନ୍ୟାପକ୍ଷକେଇ କଲିକାତାଯ ଆସିତେ ହଇଲ । କନ୍ୟାର ପିତା ଶନ୍ତନୁନାଥବାବୁ ହରିଶକେ କତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଏହି ଯେ, ବିବାହେର ତିନ ଦିନ ପୂର୍ବେ ତିନି ଆମାକେ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ଦେଖେନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯା ଯାନ । ବୟସ ତାଁର ଚଲିଶେର କିଛୁ ଏପାର ବା ଓପାରେ । ଚୁଲ କାଁଚା, ଗୋଫେ ପାକ ଧରିତେ ଆରଣ୍ୟ କରିଯାଛେ ମାତ୍ର । ସୁପୁରୁଷ ବଟେ । ଡିଡ଼େର ମଧ୍ୟେ ଦେଖିଲେ ସକଳେର ଆଗେ ତାଁର ଉପରେ ଚୋଥ ପଡ଼ିବାର ମତୋ ଚେହରା । ଆଶା କରି ଆମାକେ ଦେଖିଯା ତିନି ଖୁଶି ହଇଯାଇଲେନ । ବୋକା ଶକ୍ତ, କେନନା ତିନି ବଡ଼ି ଚୁପଚୁପ । ଯେ ଦୁଟି-ଏକଟି କଥା ବଲେନ ଯେନ ତାହାତେ ପୁରା ଜୋର ଦିଯେ ବଲେନନା ।

(୪୪)



ମାମାର ମୁଖ ତଥନ ଅନଗଳ ଛୁଟିତେଛିଲ-ଧନେ ମାନେ ଆମାଦେର ହ୍ରାନ ଯେ ଶହରେର କାରାଓ ଚେଯେ କମ ନୟ, ସେଇଟେକେଇ ତିନି ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର କରିତେଛିଲେନ । ଶନ୍ତ୍ରନାଥବାବୁ ଏ କଥାଯ ଏକେବାରେ ଯୋଗଇ ଦିଲେନ ନା-କୋନୋ ଫାଁକେ ଏକଟା ହଁ ବା ହଁ କିଛୁଇ ଶୋନା ଗେଲ ନା । ଆମି ହିଲେ ଦମିଆ ଯାଇତାମ, କିନ୍ତୁ ମାମାକେ ଦମାନୋ ଶକ୍ତ । ତିନି ଶନ୍ତ୍ରନାଥବାବୁର ଚୁପଚାପ ଭାବ ଦେଖିଯା ଭାବିଲେନ, ଲୋକଟା ନିତାନ୍ତ ନିର୍ଜୀବ, ଏକେବାରେ କୋନୋ ତେଜ ନାହିଁ । ବେହାଇ-ସମ୍ପଦାୟେର ଆର ଯାଇ ଥାକ, ତେଜ ଥାକଟା ଦୋଷେର, ଅତଏବ ମାମା ମନେ ମନେ ଖୁଣି ହିଲେନ । ଶନ୍ତ୍ରନାଥବାବୁ ଯଥନ ଉଠିଲେନ ତଥନ ମାମା ସଂକ୍ଷେପେ ଉପର ହିତେଇ ତାଙ୍କେ ବିଦାୟ କରିଲେନ, ଗାଡ଼ିତେ ତୁଳିଯା ଦିତେ ଗେଲେନ ନା ।



ପଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦୁଇ ପକ୍ଷେ ପାକାପାକି କଥା ଠିକ ହେଯା ଗିଯାଛିଲ । ମାମା ନିଜେକେ ଅସାମାନ୍ୟ ଚୂତର ବଲିଆଇ ଅଭିମାନ କରିଯା ଥାକେନ । କଥାବାର୍ତ୍ତାଯ କୋଥାଓ ତିନି କିଛୁ ଫାଁକ ରାଖେନ ନାହିଁ । ଟାକାର ଅଙ୍କ ତୋ ହିର ଛିଲାଇ, ତାରପରେ ଗହନା କତ ଭରିର ଏବଂ ସୋନା କତ ଦରେର ହଇବେ ସେଓ ଏକେବାରେ ବାଁଧାବାଁଧି ହେଯା ଗିଯାଛିଲ । ଆମି ନିଜେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ମଧ୍ୟେ ଛିଲାମ ନା; ଜାନିତାମ ନା ଦେନାପାଓୟା କୀ ହିର ହଇଲ । ମନେ ଜାନିତାମ, ଏହି ହୃଦୟ  
ଅଂଶଟାଓ ବିବାହେର ଏକଟା ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ,)ଏବଂ ସେ ଅଂଶେର ଭାର ଯାର ଉପରେ ତିନି ଏକ କଡ଼ାଓ ଠକିବେନ ନା । ବନ୍ଦତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାକା ଲୋକ ବଲିଆ ମାମା ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ସଂସାରେର ପ୍ରଧାନ ଗର୍ବେର ସାମଗ୍ରୀ । ଯେଥାନେ ଆମାଦେର କୋନୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଛେ ସେଥାନେ ସର୍ବତ୍ରେ ତିନି ବୁଦ୍ଧିର ଲଡ଼ାଇୟେ ଜିତିବେନ, ଏ ଏକେବାରେ ଧରା କଥା, ଏହି ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଅଭାବ ନା ଥାକିଲେଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଅଭାବ କଠିନ ହଇଲେଓ ଜିତିବ, ଆମାଦେର ସଂସାରେର ଏହି ଜେଦ-ଇହାତେ ଯେ ବାଁଚୁକ ଆର ଯେ ମରୁକ ।



ଗାୟେ-ହଲୁଦ ଅସନ୍ତବ ରକମ ଧୂମ କରିଯା ଗେଲ । ବାହକ ଏତ ଗେଲ ଯେ ତାହାର ଆଦମ-ଶୁମାରି କରିତେ ହିଲେ କେରାନି  
ରାଖିତେ ହୟ । ତାହାଦିଗକେ ବିଦାୟ କରିତେ ଅପର ପକ୍ଷକେ ଯେ ନାକାଳ ହିତେ ହିବେ, ସେଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରିଯା ମାମାର  
ସଙ୍ଗେ ମା ଏକଘୋଗେ ବିଞ୍ଚିର ହାସିଲେନ । ବ୍ୟାନ୍, ବାଁଶି, ଶଖେର କଞ୍ଚଟ ପ୍ରଭୃତି ଯେଥାନେ ସତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଆଛେ ସମନ୍ତ  
ଏକସଙ୍ଗେ ମିଶାଇଯା ବରର କୋଲାହଲେର ମତ୍ତୁ ହଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ସରସ୍ଵତୀର ପଦ୍ମବନ ଦଲିତ ବିଦଲିତ କରିଯା ଆମି ତୋ  
ବିବାହ-ବାଢ଼ିତେ ଗିଯା ଉଠିଲାମ । ଆଂଟିତେ ହାରେତେ ଜରି-ଜହରାତେ ଆମାର ଶରୀର ଯେନ ଗହନାୟ ଦୋକାନ ନିଲାମେ  
ଚଢ଼ିଯାଛେ ବଲିଯା ବୋଧ ହଇଲ । ତାହାଦେର ଭାବୀ ଜାମାଇୟେର ମୂଲ୍ୟ କତ ସେଟା ଯେନ କତକ ପରିମାଣେ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ  
କରିଯା ଲିଖିଯା ଭାବୀ ଶୁଣରେର ସଙ୍ଗେ ମୋକାବିଲା କରିତେ ଚଲିଯାଇଲାମ ।



“গায়ে-হলুদ”  
→ এতেরী

সুব্রতা  
মুখ্যমন্ত্রী

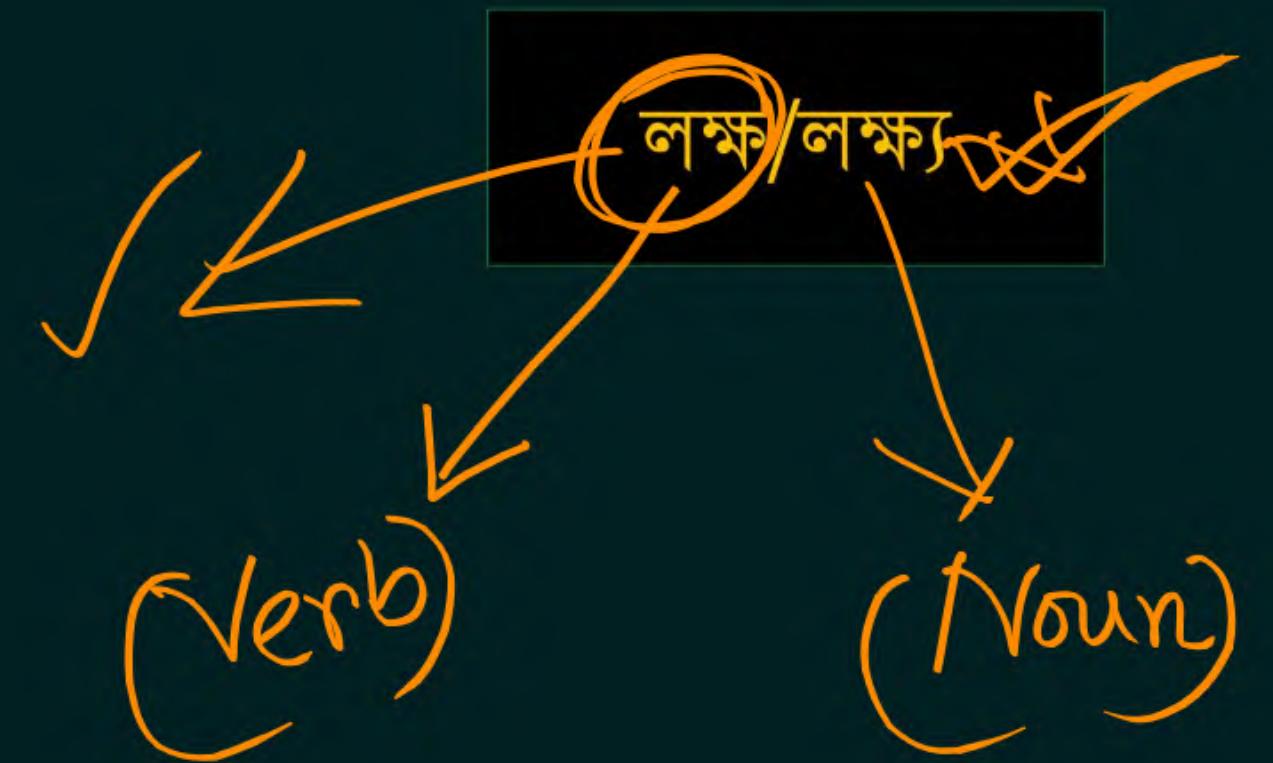


ମାମା ବିବାହ-ବାଡ଼ିତେ ଢୁକିଯା ଖୁଣି ହଇଲେନ ନା । ଏକେ ତୋ ଉଠାନଟାତେ ବରଯାତ୍ରୀଦେର ଜାଯଗା ସଂକୁଳାନ ହେୟାଇ  
ଶକ୍ତ, ତାହାର ପରେ ସମ୍ମତ ଆୟୋଜନ ନିତାନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ରକମେର । ଇହାର ପରେ ଶନ୍ତନାଥବାବୁର ବ୍ୟବହାରଟାଓ ନେହାତ ଠାଙ୍ଗା ।  
ତାଙ୍କ ବିନୟଟା ଅଜ୍ଞନ ନାହିଁ । ମୁଖେ ତୋ କଥାଇ ନାହିଁ କୋମରେ ଚାଦର ବାଁଧା, ଗଲା-ଭାଙ୍ଗା, ଟାକ-ପଡ଼ା, ମିଶ-କାଲୋ ଏବଂ  
ବିପୁଲ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଏକଟି ଉକିଲ-ବନ୍ଧୁ ଯଦି ନିୟତ ହାତ ଜୋଡ଼ କରିଯା ମାଥା ହେଲାଇଯା, ନରତାର ଶ୍ମିତହାସ୍ୟ ଓ  
ଗଦଗଦ ବଚନେ କଞ୍ଚଟ ପାର୍ଟିର କରତାଳ ବାଜିଯେ ହିତେ ଶୁରୁ କରିଯା ବରକର୍ତ୍ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ବାର ବାର ପ୍ରଚୁରରୂପେ  
ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଯା ନା ଦିତେନ ତବେ ଗୋଡ଼ାତେଇ ଏଟା ଏସ୍‌ପାର-ଓସ୍‌ପାର ହିତ ।

'



ଆମି ସଭାଯ ବସିବାର କିଛୁକ୍ଷନ ପରେଇ ମାମା ଶନ୍ତୁନାଥବାବୁକେ ପାଶେର ସରେ ଡାକିଯା ଲହିୟା ଗେଲେନ । କୀ କଥା ହଇଲ ଜାନି ନା, କିଛୁକ୍ଷନ ପରେଇ ଶନ୍ତୁନାଥବାବୁ ଆମାକେ ଆସିଯା ବଲିଲେନ, “ବାବାଜି, ଏକବାର ଏହି ଦିକେ ଆସତେ ହଚ୍ଛେ ।” ବ୍ୟାପାରଖାନା ଏହି ଯେ ସକଳେର ନା ହୁକ, କିନ୍ତୁ କୋଣୋ କୋଣୋ ମାନୁଷେର ଜୀବନେର ଏକଟା କିଛୁ **ଲକ୍ଷ୍ୟ** ଥାକେ । ମାମାର ଏକମାତ୍ର **ଲକ୍ଷ୍ୟ** ଛିଲ, ତିନି କୋଣୋମତେଇ କାରଓ କାହେ ଠକିବେନ ନା । ତାଁର ଭୟ ତାଁର ବେହାଇ ତାଁକେ ଗହନାୟ ଫାଁକି ଦିତେ ପାରେନ-ବିବାହକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହଇୟା ଗେଲେ ସେ ଫାଁକିର ଆର ପ୍ରତିକାର ଚଲିବେ ନା । ବାଡ଼ିଭାଡ଼ା ସ୍ଵଗଦ ଲୋକ-ବିଦାୟ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯେବେଳେ ଟାନାଟାନିର ପରିଚଯ ପାଓଯା ଗେଛେ ତାହାତେ ମାମା ଠିକ କରିଯାଇଲେନ-ଦେଓଯା-ଥୋଓଯା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏ ଲୋକଟିର ଶୁଦ୍ଧ ମୁଖେର କଥାର ଉପର ଭର କରା ଚଲିବେ ନା ।



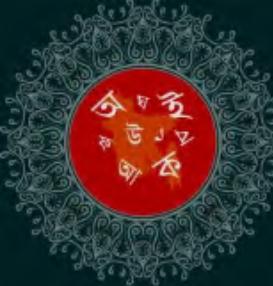


ମୁଦ୍ରଣ କରାକେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ଆନିୟାଛିଲେନ । ପାଶେର ସରେ ଗିଯା ଦେଖିଲାମ, ମାମା ଏକ ତତ୍ତ୍ଵପୋଶେ ଏବଂ ସ୍ୟାକରା ତାହାର ଦାଁଡିପାଳ୍ଲା କଟ୍ଟିପାଥର ପ୍ରଭୃତି ଲାଇୟା ମେଜେଯ ବସିଯା ଆଛେ । ଶନ୍ତନୁନାଥବାବୁ ଆମାକେ ବଲିଲେନ, “ତୋମାର ମାମା ବଲିତେଛେ ବିବାହେର କାଜ ଶୁରୁ ହେବାର ଆଗେଇ ତିନି କନେର ସମସ୍ତ ଗହନା ଯାଚାଇ କରିଯା ଦେଖିବେନ, ଇହାତେ ତୁମି କୀ ବଲ ।” ଆମି ମାଥା ହେଁଟ କରିଯା ଚୁପ କରିଯା ରହିଲାମ । ମାମା ବଲିଲେନ, “ଓ ଆବାର କୀ ବଲିବେ । ଆମି ଯା ବଲିବ ତାଇ ହେବେ ।” ଶନ୍ତନୁନାଥବାବୁ ଆମାର ଦିକେ ଚାହିୟା କହିଲେନ, “କେହି କଥା ତବେ ଠିକ? ଉନି ଯା ବଲିବେନ ତାଇ ହେବେ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମାର କିଛୁଇ ବଲିବାର ନାହିଁ?” ଆମି ଏକଟୁ ଘାଡ଼-ନାଡ଼ାର ଇଞ୍ଜିଟେ ଜାନାଇଲାମ, ଏସବ କଥାଯ ଆମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧିକାର । “ଆଜ୍ଞା ତବେ ବୋସୋ, ମେଯେର ଗା ହିତେ ସମସ୍ତ ଗହନା ଖୁଲିଯା ଆନିତେଛି ।” ଏଇ ବଲିଯା ତିନି ଉଠିଲେନ ମାମା ବଲିଲେନ, “ଅନୁପମ ଏଖାନେ କୀ କରିବେ । ଓ ସଭାଯ ଗିଯା ବସୁକ ।”



◆ অনুপমের মামার সাথে সেকরা নিয়ে যাওয়ার কারণ কী?

- (ক) মায়ের অনুরোধে ✓
- (খ) লোকবল বৃদ্ধি ✓
- (গ) বন্ধুত্বের খাতিরে ✓
- (ঘ) বিশ্বাসের অভাবে ✓



ଶ୍ରୀନାଥବାବୁ ବଲିଲେନ, “ନା, ସଭାଯ ନୟ, ଏଥାନେଇ ବସିତେ ହେବେ।” କିଛିକଣ ପରେ ତିନି ଏକଥାନା ଗାମଚାଯ ବାଁଧା ଗହନା ଆନିଯା ତକ୍କପୋଶେର ଉପର ମେଲିଯା ଧରିଲେନ । ସମ୍ମତି ତାହାର ପିତାମହୀଦେର ଆମଲେର ଗହନା-ହାଲ ଫ୍ୟାଶନେର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଜ ନୟ-ଯେମନ ମୋଟା ତେମନି ଭାବୀ । ସ୍ୟାକରା ଗହନା ହାତେ ତୁଳିଯା ଲାଇୟା ବଲିଲ, “ ଏ ଆର ଦେଖିବ କୀ ଇହାତେ ଖାଦ ନାହିଁ-ଏମନ ସୋନା ଏଥନକାର ଦିନେ ବ୍ୟବହାରଇ ହ୍ୟ ନା । ” ଏହି ବଲିଯା ସେ ମକରମୁଖୀ ମୋଟା ଏକଟା ବାଲାୟ ଏକଟୁ ଚାପ ଦିଯା ଦେଖାଇଲ ତାହା ବାଁକିଯା ଯାଯ । ମାମା ତଥନି ନେଟ୍‌ବହିଯେ ଗହନାଙ୍ଗଲିର ଫର୍ଡ ଟୁକିଯା ଲାଇଲେନ, ପାଛେ ଯାହା ଦେଖାନୋ ହାଇ ତାହାର କୋନୋଟା କମ ପଡ଼େ । ହିସାବ କରିଯା ଦେଖିଲେନ, ଗହନା ଯେ ପରିମାନ ଦିବାର କଥା ଏଞ୍ଜଲି ସଂଖ୍ୟାୟ ଦରେ ଏବଂ ଭାରେ ତାର ଅନେକ ବେଶି । ଗହନାଙ୍ଗଲିର ମଧ୍ୟେ ଏକଜୋଡ଼ା ଏଯାରିଂ ଛିଲ । ଶ୍ରୀନାଥବାବୁ ସେଇଟେ ସ୍ୟାକରାର ହାତେ ଦିଯା ବଲିଲେନ, “ ଏଇଟେ ଏକବାର ପରଖ କରିଯା ଦେଖୋ । ” ସ୍ୟାକରା କହିଲ, “ ଇହା ବିଲାତି ମାଲ, ଇହାତେ ସୋନାର ଭାଗ ସାମାନ୍ୟଇ ଆଛେ । ”



ମାମାର ମୁଖ ଲାଲ ହେଯା ଉଠିଲ । ଦରିଦ୍ର ତାଙ୍କାରେ ଠକାଇତେ ଚାହିବେ କିନ୍ତୁ ତିନି ଠକିବେନ ନା ଏହି ଆନନ୍ଦ-ସନ୍ତୋଗ ହଇତେ  
ବନ୍ଧିତ ହଇଲେନ ଏବଂ ତାହାର ଉପରେଓ କିଛୁ ଉପରି-ପାଓନା ଜୁଟିଲ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ ଭାର କରିଯା ବଲିଲେନ, “ଅନୁପମ,  
ଯାଓ, ତୁମି ସଭାଯ ଗିଯେ ବୋସୋ ଗେ ।” ଶନ୍ତନୁଥବାବୁ ବଲିଲେନ, “ନା, ଏଥନ ସଭାଯ ବସିତେ ହଇବେ ନା । ଚଣୁନ, ଆଗେ  
ଆପନାଦେର ଖାଓଯାଇଯା ଦିଇ ।” ମାମା ବଲିଲେନ, “ସେ କୀ କଥା । ଲଗ୍ନ-” ଶନ୍ତନୁଥବାବୁ ବଲିଲେନ, “ସେଜନ୍ଯ କିଛୁ ଭାବିବେନ  
ନା-ଏଥନ ଉଠୁନ ।” ଲୋକଟି ନେହାତ ଭାଲୋମାନୁଷ-ଧରନେର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବେଶ ଏକଟୁ ଜୋର ଆଛେ ବଲିଯା ବୋଧ ହଇଲ ।  
ମାମାକେ ଉଠିତେ ହଇଲ । ବରଯାତ୍ରୀଦେରଓ ଆହାର ହେଯା ଗେଲ । ଆଯୋଜନେର ଆଡ଼ମ୍ବର ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ରାନ୍ନା ଭାଲୋ ଏବଂ  
ସମସ୍ତ ବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚନ୍ନ ବଲିଯା ସକଳେରଇ ତୃପ୍ତି ହଇଲ । ବରଯାତ୍ରୀଦେର ଖାଓଯା ଶେଷ ହଇଲେ ଶନ୍ତନୁଥବାବୁ ଆମାକେର  
ଖାଇତେ ବଲିଲେନ । ମାମା ବଲିଲେନ, “ସେ କୀ କଥା । ବିବାହେର ପୂର୍ବେ ବର ଖାଇବେ କେମନ କରିଯା ।”



♦ ‘তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না’ - তিনি বলতে কে ?

- (ক) মামা
- (খ) শঙ্খনাথ
- (গ) হরিশ
- (ঘ) বিনুদা



ଶନ୍ତନାଥବାବୁ ଏଯାରିଂ ଜୋଡ଼ା ମାମାର ହାତେ ଦିଯା ବଲିଲେନ, “ଏଟା ଆପନାରାଇ ରାଖିଯା ଦିନ ।” ମାମା ସେଟା ହାତେ ଲହିୟା ଦେଖିଲେନ, ଏହି ଏଯାରିଂ ଦିଯାଇ କନ୍ୟାକେ ତାହାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯାଇଲେନ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମାମାର କୋଣୋ ମତପ୍ରକାଶକେ ତିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା କରିଯା ଆମାର ଦିକେ ଚାହିୟା ବଲିଲେନ, “ତୁମି କୀ ବଲ । ବସିଯା ଯାଇତେ ଦୋଷ କିଛୁ ଆଛେ?”  
ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ମାତୃ-ଆଜ୍ଞା-ସ୍ଵରପେ ମାମା ଉପଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କ ବିରଳବେଳେ ଚଲା ଆମାର ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ । ଆମି ଆହାରେ ବସିତେ ପାରିଲାମ ନା । ତଥନ ଶନ୍ତନାଥବାବୁ ମାମାକେ ବଲିଲେନ, ‘ଆପନାଦିଗକେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦିଯାଇଛି । ଆମରା ଧନୀ ନଇ,  
ଆପନାଦେର ଯୋଗ୍ୟ ଆଯୋଜନ କରିତେ ପାରି ନାଇ, କ୍ଷମା କରିବେନ । ରାତ ହଇୟା ଗେଛେ, ଆର ଆପନାଦେର କଷ୍ଟ ବାଡ଼ାଇତେ  
ଇଚ୍ଛା କରି ନା । ଏଥିନ ତବେ-” ମାମା ବଲିଲେନ, ‘ତା, ସଭାଯ ଚଲୁନ, ଆମରା ତୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଛି ।’ ଶନ୍ତନାଥବାବୁ ବଲିଲେନ, “  
ତବେ ଆପନାଦେର ଗାଡ଼ି ବଲିଯା ଦିଇ?” ମାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଇୟା ବଲିଲେନ, “ଠାଡ଼ା କରିତେଛେନ ନାକି ।” ଶନ୍ତନାଥବାବୁ  
କହିଲେନ, ‘ଠାଡ଼ା ତୋ ଆପନିହି କରିଯା ସାରିଯାଇଛେନ । ଠାଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କଟାକେ ହ୍ୟାରୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆମାର ନାଇ ।’



◆ ‘ঠাট্টার সম্পর্ককে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই’ - এই উক্তিটি কার?

- (ক) কল্যাণীর
- (খ) অনুপমের
- (গ) মামার
- (ঘ) শস্তুনাথের

◆ ‘ঠাট্টার সম্পর্ককে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই’ - এই উক্তির মাধ্যমে কি প্রকাশ পেয়েছে?

- (ক) দুর্বলতা X
- (খ) বাদান্যতা X
- (গ) বলিষ্ঠতা X
- (ঘ) হীনশ্বন্যতা X



ମାମା ଦୁଇ ଚୋଥ ଏତ ବଡ୍ରୋ କରିଯା ମେଲିଯା ଅବାକ ହେଯା ରହିଲେନ । ଶନ୍ତନାଥ କହିଲେନ,

“ଆମାର କନ୍ୟାର ଗହନା ଆମି ଚୁରି କରିବ ଏ କଥା ଯାରା ମନେ କରେ ତାଦେର ହାତେ ଆମି କନ୍ୟା ଦିତେ ପାରି ନା ।”

ଆମାକେ ଏକଟି କଥା ବଲାଓ ତିନି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କରିଲେନ ନା । କାରଣ, ପ୍ରମାଣ ହେଯା ଗେଛେ, ଆମି କେହି ନହିଁ ।

ତାରପରେ ଯା ହଇଲ ସେ ଆମି ବଲିତେ ଇଚ୍ଛା କରି ନା । ଝାଡ଼ିଲଗ୍ଠନ ଭାଙ୍ଗିଯା-ଚୁରିଯା, ଜିନିସପତ୍ର ଲଞ୍ଚିଲଞ୍ଚି କରିଯା, ବରଯାତ୍ରେର ଦଳ ଦକ୍ଷ୍ୟଜ୍ଞେର ପାଲା ସାରିଯା ବାହିର ହେଯା ଗେଲ । ବାଡ଼ି ଫିରିବାର ସମୟ ବ୍ୟାନ୍ ରସନଚୌକି ଓ କନ୍ଟଟ ଏକସଙ୍ଗେ ବାଜିଲ ନା ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଝାଡ଼ିଗୁଲୋ ଆକାଶେର ତାରାର ଉପର ଆପନାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର ବରାତ ଦିଯା କୋଥାଯ ଯେ ମହାନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଲ ସନ୍ଧାନ ପାଓଯା ଗେଲ ନା ।



ବାଡ଼ିର ସକଳେ ତୋ ରାଗିଯା ଆଗ୍ନି! କନ୍ୟାର ପିତାର ଏତ ଗୁମର! କଲି ଯେ ଚାରପୋଯା ହଇୟା ଆସିଲ! ସକଳେ ବଲେ , “ ଦେଖି, ମେଘେର ବିଯେ ଦେନ କେମନ କରିଯା । ” କିନ୍ତୁ ମେଘେର ବିଯେ ହଇବେ ନା ଏ ଭୟ ଯାର ମନେ ନାହିଁ ତାର ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ କି । ମନ୍ତ୍ର ବାଂଲାଦେଶେର ମଧ୍ୟେ ଆମିଟି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଯାହାକେ କନ୍ୟାର ବାପ ବିବାହେର ଆସର ହିତେ ନିଜେ ଫିରାଇୟା ଦିଯାଛେ । ଏତ ବଡ଼ ସଂପାଦ୍ରେର କପାଳେ ଏତ ବଡ଼ୋ କଳକ୍ଷେର ଦାଗ କୋନ ନଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଏତ ଆଲୋ ଜୁଲାଇୟା, ବାଜନା ବାଜାଇୟା, ସମାରୋହ କରିଯା ଆଂକିଯା ଦିଲ? ବରଯାତ୍ରୀରା ଏହି ବଲିଯା କପାଳ ଚାପଡ଼ାଇତେ ଲାଗିଲ ଯେ, “ ବିବାହ ହଇଲ ନା ଅଥଚ ଆମାଦେର ଫାଁକି ଦିଯା ଖାଓୟାଇୟା ଦିଲ-ପାକଯନ୍ତ୍ରଟାକେ ” ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସୁନ୍ଦର ସେଖାନେ ଟାନ ମାରିଯା ଫେରିଯା ଦିଯା ଆସିତେ ପାରିଲେ ତବେ ଆଫସୋସ ମିଟିତ । ”



ବିବାହେର ଚୁକ୍କିଭଙ୍ଗ ଓ ମାନହାନି ଦାବିତେ ନାଲିଶ କରିବ ବଲିଯା ମାମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ କରିଯା ବେଡ଼ାଇତେ ଲାଗିଲେନ । ହିତେଷୀରା ବୁଝାଇଯା ଦିଲ, ତାହା ହିଲେ ତାମାଶାର ଯେଟୁକୁ ବାକି ଆଛେ ତାହା ପୁରା ହିବେ । ବଲା ବାହୁଳ୍ୟ, ଆମିଓ ଖୁବ ରାଗିଯାଛିଲାମ । କୋଣୋ ଗତିକେ ଶନ୍ତିନାଥବାବୁ ବିଷମ ଜନ୍ମ ହିଯା ଆମାଦେର ପାଯେ ଧରିଯା ଆସିଯା ପଡ଼େନ, ଗୋଫେର ରେଖାୟ ତା ଦିତେ ଦିତେ ଏହିଟେଇ କେବଳ କାମନା କାରିତେ ଲାଗିଲାମ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରୋଶେର କାଳୋ ରଙ୍ଗେର ଶ୍ରୋତେର ପାଶାପାଶି ଆର ଏକଟା ଶ୍ରୋତ ବହିତେଛିଲ ଯେଟାର ରଙ୍ଗ ଏକେବାରେଇ କାଳୋ ନୟ । ସମସ୍ତ ମନ ଯେ ସେଇ ଅପରିଚିତାର ପାନେ ଛୁଟିଯା ଗିଯାଛିଲ-ଏଥିନୋ ଯେ ତାହାକେ କିଛୁତେଇ ଟାନିଯା ଫିରାଇତେ ପାରି ନା । ଦେୟାଲଟୁକୁର ଆଡ଼ାଲେ ରହିଯା ଗେଲ ଗୋ ।



কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া  
বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া  
পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি-কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা-এমন সময়ে সেই  
এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল। এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া  
তাঁহাকে অঙ্গির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফূলিঙ্গের  
মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জুলিয়া দিয়াছিল।



ଦିଯାଛିଲ । ବୁଝିଯାଛିଲାମ ମେଯେଟିର ରୂପ ବଡୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଲାମ ତାହାକେ ଚୋଖେ, ନା ଦେଖିଲାମ ତାହାର ଛବି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତରେ ହେଲା ରହିଲ । ବାହିରେ ତୋ ସେ ଧରା ଦିଲାଇ ନା, ତାହାକେ ମନେଓ ଆନିତେ ପାରିଲାମ ନା-ଏଇ ଜନ୍ୟ ମନ ସେଦିନକାର ସେଇ ବିବାହସଭାର ଦେୟାଳଟାର ବାହିରେ ଭୂତେର ମତୋ ଦୀର୍ଘନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିଯା ବେଡ଼ାଇତେ ଲାଗିଲ । ହରିଶେର କାଛେ ଶୁଣିଯାଛି, ମେଯେଟିକେ ଆମାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଖାନୋ ହେଯାଛିଲ । ପଞ୍ଚନ୍ଦ କରିଯାଛେ ବୈକି । ନା କରିବାର ତୋ କୋନୋ କାରଣ ନାହିଁ । ଆମାର ମନ ବଲେ, ସେ ଛବି ତାର କୋନୋ ଏକଟି ବାକ୍ଷେର ମଧ୍ୟେ ଲୁକାନୋ ଆଛେ । ଏକଲା ଘରେ ଦରଜା ବନ୍ଧ କରିଯା ଏକ-ଏକଦିନ ନିରାଳା ଦୁପୁରବେଳୋଯ ସେ କି ସେଟି ଖୁଲିଯା ଦେଖେ ନା ।



যখন ଝୁକିଯା ପଡ଼ିଯା ଦେଖେ ତଥନ ଛବିଟିର ଉପରେ କି ତାର ମୁଖେର ଦୁଇ ଧାର ଦିଯା ଏଲୋଚୁଳ ଆସିଯା ପଡ଼େ ନା । ହଠାତ୍ ବାହିରେ କାରଓ ପାଯେର ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ସେ କି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଆଁଚଲେର ମଧ୍ୟେ ଛବିଟିକେ ଲୁକାଇଯା ଫେଲେ ନା । ଦିନ ଯାଯ । ଏକଟା ବଃସର ଗେଲ । ମାମା ତୋ ଲଜ୍ଜାଯ ବିବାହସମ୍ବନ୍ଧେର କଥା ତୁଳିତେଇ ପାରେନ ନା । ମାର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ, ଆମାର ଅପମାନେର କଥା ଯଥନ ସମାଜେର ଲୋକେ ଭୁଲିଯା ଯାଇବେ ତଥନ ବିବାହେର ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବେନ ।

ଏହିକେ ଆମି ଶୁଣିଲାମ ସେ ମେଯେର ନାକି ଭାଲୋ ପାତ୍ର ଜୁଟିଯାଛିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଣ କରିଯାଛେ ବିବାହ କରିବେ ନା । ଶୁଣିଯା ଆମାର ମନ ପୁଲକେର ଆବେଶେ ଭରିଯା ଗେଲ । ଆମି କଳ୍ପନାଯ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲାମ, ସେ ଭାଲୋ କରିଯା ଥାଯ ନା; ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଯା ଆସେ, ସେ ଚୁଲ ବାଁଧିତେ ଭୁଲିଯା ଯାଯ । ତାର ବାପ ତାର ମୁଖେର ପାନେ ଚାନ ଆର ଭାବେନ, “ଆମାର ମେଯେ ଦିନେ ଦିନେ ଏମନ ହେଯା ଯାଇତେଛେ କେନ ।” ହଠାତ୍ କୋଣୋଦିନ ତାର ଘରେ ଆସିଯା ଦେଖେନ, ମେଯେର ଦୁଇ ଚକ୍ର ଜଳେ ଭରା ।



ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ, “ମା, ତୋର କୀ ହଇୟାଛେ ବଳ ଆମାକେ ।” ମେଯେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଚୋଖେର ଜଳ ମୁଛିଯା ବଲେ, “କହି କିଛୁଇ  
ତୋ ହ୍ୟ ନି ବାବା ।” ବାପେର ଏକ ମେଯେ ଯେ-ବଡୋ ଆଦରେର ମେଯେ । ଯଥନ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ଦିନେ ଫୁଲେର କୁଡ଼ିଟିର ମତୋ  
ମେଯେ ଏକେବାରେ ବିମର୍ଶ ହଇୟା ପରିଯାଛେ ତଥନ ବାପେର ପ୍ରାଣେ ଆର ସହିଲ ନା । ତଥନ ଅଭିମାନ ଭାସାଇୟା ଦିଯା ତିନି  
ଛୁଟିଯା ଆସିଲେନ ଆମାଦେର ଦ୍ୱାରେ । ତାର ପରେ? ତାର ପରେ ମନେର ମଧ୍ୟେ ସେଇ କାଳୋ ରଙ୍ଗେ ଧାରାଟା ବହିତେଛେ ଯେ  
କାଳୋ ସାପେର ମତୋ ରୂପ ଧରିଯା ଫୌଁସ କରିଯା ଉଠିଲ । ସେ ବଲିଲ, “ବେଶ ତୋ, ଆର ଏକବାର ବିବାହେର ଆସର  
ସାଜାନୋ ହୋକ, ଆଲୋ ଜୁଲୁକ, ଦେଶ-ବିଦେଶେର ଲୋକେର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋକ, ତାର ପରେ ତୁମି ବରେର ଟୋପର ପାଯେ ଦଲିଯା  
ଦଲବଳ ଲହିୟା ସଭା ଛାଡ଼ିଯା ଚଲିଯା ଏସୋ ।” କିନ୍ତୁ, ଯେ ଧାରାଟା ଚୋଖେର ଜଳେର ମତୋ ଶୁଭ୍ର ସେ ରାଜହଂସେର ରୂପ ଧରିଯା  
ବଲିଲ,

“ ଯେମନ କରିଯା ଆମି ଏକଦିନ ଦମ୍ୟନ୍ତୀର ପୁଷ୍ପବନେ ଗିଯାଛିଲାମ, ତେମନି କରିଯା ଆମାକେ ଏକବାର ଉଡ଼ିଯା ଯାଇତେ  
ଦାଓ-ଆମି ବିରହିଣୀର କାନେ କାନେ ଏକବାର ସୁଖେର ଖବରଟା ଦିଯା ଆସି ଗେ ।”



ତାର ପରେ? ତାର ପରେ ଦୁଃଖେର ରାତ ପୋହାଇଲ, ନବବର୍ଷାର ଜଳ ପଡ଼ିଲ, ମ୍ଲାନ ଫୁଲଟି ମୁଖ ତୁଳିଯା ଏକବାରେ ସେଇ  
ଦେୟାଳଟାର ବାହିରେ ରହିଲ ସମ୍ମତ ପୃଥିବୀର ଆର ସବାଇ ଆର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ଏକଟିମାତ୍ର ମାନୁଷ । ତାରପରେ?  
ତାର ପରେ ଆମାର କଥାଟି ଫୁରାଲୋ ।

କିନ୍ତୁ କଥା ଏମନ କରିଯା ଫୁରାଇଲ ନା । ଯେଥାନେ ଆସିଯା ତାହା ଅଫୁରାନ ହଇୟାଛେ ସେଖାନକାର ବିବରଣ ଏକଟୁଖାନି  
ବଲିଯା ଆମାର ଏ ଲେଖା ଶେଷ କରିଯା ଦିଇ । ମାକେ ଲାଇୟା ତୀରେ ଚଲିଯାଛିଲାମ । ଆମାର ଉପରେ ଭାର ଛିଲ । କାରଣ  
ମାମା ଏବାରେଓ ହାବଡ଼ାର ପୁଲ ପାର ହନ ନାହିଁ । ରେଲଗାଡ଼ିତେ ସୁମାଇତେଛିଲାମ । ଝାଁକାନି ଖାଇତେ ଖାଇତେ ମାଥାର  
ମଧ୍ୟେ ନାନାପ୍ରକାର ଏଲୋମେଲୋ ସ୍ଵପ୍ନେର ବୁମବୁମି ବାଜିତେଛିଲ । ହଠାଂ ଏକା କୋନ ଷ୍ଟେଶନେ ଜାଗିଯା ଉଠିଲାମ ।  
ଆଲୋତେ ଅନ୍ଧକାର ମେଶା ମେଓ ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ।



କେବଳ ଆକାଶର ତାରାଗୁଲି ଚିରପରିଚିତ-ଆର ସବହି ଅଜାନା ଅମ୍ପଟ; ଷ୍ଟେଶନେର ଦୀପ-କୟଟା ଖାଡ଼ା ହିୟା ଦାଁଡ଼ାଇୟା ଆଲୋ ଧରିଯା ଏହି ପୃଥିବୀଟା ଯେ କତ ଅଚେନା ଏବଂ ଯାହା ଚାରିଦିକେ ତାହା ଯେ କତହି ବହୁ ଦୂରେ ତାହାଇ ଦେଖାଇୟା ଦିତେଛେ । ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ମା ସୁମାଇତେଛେନ; ଆଲୋର ନିଚେ ସବୁଜ ପର୍ଦା ଟାନା; ତୋରଙ୍ଗ ବାକ୍ର ଜିନିସପତ୍ର ସମଞ୍ଜତ୍ତ କେ କାର ସାଡେ ଏଲୋମେଲୋ ହିୟା ରହିଯାଛେ, ତାହାର ଯେଣ ସ୍ଵପ୍ନଲୋକେର ଉଲ୍ଟ-ପାଲ୍ଟ ଆସବାବ, ସବୁଜ ପ୍ରଦୋଷେର ମିଟମିଟେ ଆଲୋତେ ଥାକା ଏବଂ ନା-ଥାକାର ମାରଖାନେ କେମନ ଏକରକମ ହିୟା ପଡ଼ିଯା ଆଛି ।



ଏମନ ସମୟେ ସେଇ ଅନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରେ କେ ବଲିଯା ଉଠିଲ, “ଶିଗଗିର ଚଲେ ଆଯ ଏହି ଗାଡ଼ିତେ ଜାଯଗା ଆଛେ।” ମନେ ହଇଲ, ସେଣ ଗାନ ଶୁଣିଲାମ । ବାଙ୍ଗଳି ମେୟେର ଗଲାଯ ବାଂଲା କଥା ଯେ କୀ ମଧୁର ତାହା ଏମନି କରିଯା ଅସମୟେ ଅଜାଯଗାୟ ଆଚମକା ଶୁଣିଲେ ତବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଯ । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଗଲାଟିକେ କେବଳମାତ୍ର ମେୟେର ଗଲା ବଲିଯା ଏକଟି ଶ୍ରେଣିଭୁକ୍ତ କରିଯା ଦେଓଯା ଚଲେ ନା, ଏ କେବଳ ଏକଟି ମାନୁଷେର ଗଲା; ଶୁଣିଲେଇ ମନ ବଲିଯା ଓଠେ, “ଏମନ ତୋ ଆର ଶୁଣି ନାହିଁ ।” ଚିରକାଳ ଗଲାର ସ୍ଵର ଆମାର କାହେ ବଡ଼ୋ ସତ୍ୟ । ରୂପ ଜିନିସଟି ବଡ଼ୋ କମ ନୟ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଯାହା ଅନ୍ତରତମ ଏବଂ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଆମାର ମନେ ହୟ କର୍ତ୍ତସ୍ଵର ସେଣ ତାରଇ ଚେହାରା । ଆମି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ଚାନାଲା ଖୁଲେ ବାହିରେ ମୁଖ ବାଡ଼ାଇୟା ଦିଲାମ, କିଛୁଇ ଦେଖିଲାମ ନା । ପ୍ଲାଟଫର୍ମେର ଅନ୍ଧକାରେ ଦାଁଡ଼ାଇୟା ଗାର୍ଡ ତାହାର ଏକଚକ୍ର ଲଞ୍ଚନ ନାଡ଼ିଯା ଦିଲ, ଗାଡ଼ି ଚଲିଲ; ଆମି ଜାନାଲାର କାହେ ବସିଯା ରହିଲାମ ।



ଆମାର ଚୋଥେର ସାମନେ କୋଣୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ହଦୟେର ମଧ୍ୟେ ଆମି ଏକଟି ହଦୟେର ରୂପ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲାମ । ସେ ଯେନ ଏହି ତାରାମୟୀ ରାତ୍ରିର ମତୋ, ଆବୃତ କରିଯା ଧରେ କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଧରିତେ ପାରା ଯାଯ ନା । ଓଗୋ ସୁର, ଅଚେନା କଠେର ସୁର, ଏକ ନିମେଷେ ତୁମି ଯେ ଆମାର ଚିରପରିଚୟେର ଆସନ୍ତିର ଉପରେ ଆସିଯା ବସିଯାଇଁ । କୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମି-ଚଞ୍ଚଳ କାଳେର କ୍ଷୁଦ୍ର ହଦୟେର ଉପରେ ଫୁଲଟିର ମତୋ ଫୁଟିଯାଇଁ, ଅର୍ଥଚ ତାର ଡେଉ ଲାଗିଯା ଏକଟି ପାପଡ଼ିଓ ଟଲେ ନାହିଁ, ଅପରିମୟ କୋମଲତାଯ ଏତ୍ତୁକୁ ଦାଗ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଗାଡ଼ି ଲୋହାର ମୃଦୁଙ୍ଗେ ତାଳ ଦିତେ ଦିତେ ଚଲିଲ; ଆମି ମନେର ମଧ୍ୟେ ଗାନ ଶୁଣିତେ ଶୁଣିତେ ଚଲିଲାମ । ତାହାର ଏକଟିମାତ୍ର ଧୂଯା “ଗାଡ଼ିତେ ଜାଯଗା ଆଛେ ।” ଆଛେ କି, ଜାଯଗା ଆଛେ କି । ଜାଯଗା ଯେ ପାଓଯା ଯାଯ ନା, କେଉଁ ଯେ କାକେଓ ଚେନେ ନା । ଅର୍ଥଚ ସେଇ ନା-ଚେନାଟୁକୁ ଯେ କୁଯାଶାମାତ୍ର, ସେ ଯେ ମାଯା, ସେଟା ଛିନ୍ନ ହଇଲେଇ ଯେ ଚେନାର ଆର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ।



ଓগୋ ସୁଧାମୟ ସୁର, ଯେ ହଦ୍ୟେର ଅପରୂପ ରୂପ ତୁମି, ମେ କି ଆମାର ଚିରକାଳେର ଚେନା ନୟ । ଜାୟଗା ଆଛେ ଆଛେ-ଶୀଘ୍ର ଆସିତେ ଡାକିଯାଛୁ, ଶୀଘ୍ରତ୍ବ ଆସିଯାଛି, ଏକ ନିମେଷଓ ଦେଇ କରି ନାହିଁ । ରାତ୍ରେ ଭାଲୋ କରିଯା ସୁମ ହଇଲ ନା । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଶନେ ଏକବାର କରିଯା ମୁଖ ବାଡ଼ାଇୟା ଦେଖିଲାମ, ତଥ୍ୟ ହଇତେ ଲାଗିଲ ଯାହାକେ ଦେଖା ହଇଲ ନା ମେ ପାଛେ ରାତ୍ରେ ନାମିଯା ଯାଯ । ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକଟା ବଡ଼ ଷ୍ଟେଶନେ ଗାଡ଼ି ବଦଳ କରିତେ ହଇବେ । ଆମାଦେର ଫାର୍ଟ କ୍ଲାସେର ଟିକିଟ-ମନେ ଆଶା ଛିଲ, ଭିଡ଼ ହଇବେ ନା । ନାମିଯା ଦେଖି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମେ ସାହେବେଦେର ଆର୍ଡାଲି-ଦଲ ଆସବାବପତ୍ର ଲହିୟା ଗାଡ଼ିର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିତେଛେ । କୋନ ଏକ ଫୌଜେର ବଡ଼ ଜେନାରେଲ ସାହେବ ଏମଣେ ବାହିର ହେଯାଛେ । ଦୁଇ-ତିନ ମିନିଟ ପରେଇ ଗାଡ଼ି ଆସିଲ । ବୁଝିଲାମ, ଫାର୍ଟ କ୍ଲାସେର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିତେ ହଇବେ । ମାକେ ଲହିୟା କୋନ ଗାଡ଼ିତେ ଉଠି ମେ ଏକ ବିଷମ ଭାବନାୟ ପଡ଼ିଲାମ । ସବ ଗାଡ଼ିତେଇ ଭିଡ଼ । ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଉଁକି ମାରିଯା ବେଡ଼ାଇତେ ଲାଗିଲାମ । ଏମନ ସମୟେ ସେକେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲାସେର ଗାଡ଼ି ହିତେ ଏକଟି ମେଯେ ଆମାର ମାକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ବଲିଲେନ, “ଆପନାରା ଆମାଦେର ଗାଡ଼ିତେ ଆସୁନ ନା-ଏଖାନେ ଜାୟଗା ଆଛେ ।”



ଆମି ତୋ ଚମକିଯା ଉଠିଲାମ । ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମଧୁର କଣ୍ଠ ଏବଂ ସେଇ ଗାନେରଇ ଧୂଯା- “ଜାୟଗା ଆଛେ” । କ୍ଷଣମାତ୍ର ବିଲମ୍ବ ନା କରିଯା ମାକେ ଲହିଯା ଗାଡ଼ିତେ ଉଠିଯା ପଡ଼ିଲାମ । ଜିନିସପତ୍ର ତୁଳିବାର ପ୍ରାୟ ସମୟ ଛିଲ ନା । ଆମାର ମତୋ ଅକ୍ଷମ ଦୁନିୟାଯ ନାହିଁ । ସେଇ ମେଯେଟିଇ କୁଳିଦେର ହାତ ହିତେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଚଲତି ଗାଡ଼ିତେ ଆମାଦେର ବିଛାନାପତ୍ର ଟାନିଯା ଲଇଲ । ଆମାର ଏକଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତୁଳିବାର କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟେଶନେଇ ପଡ଼ିଯା ରହିଲ-ଗ୍ରାହ୍ୟତି କରିଲାମ ନା । ତାରପରେ କୀ ଲିଖିବ ଜାନି ନା । ଆମାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦେର ଛବି ଆଛେ-ତାହାକେ କୋଥାଯ ଶୁରୁ କରିବ, କୋଥାଯ ଶେଷ କରିବ? ବସିଯା ବସିଯା ବାକ୍ୟେର ପର ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ।



ଚାହିଲାମ; ଦେଖିଲାମ ତାର ଚୋଖେ ପଲକ ପଡ଼ିତେଛେ ନା। **ମେଯେଟିର ବୟସ ଘୋଲୋ କି ସତେରୋ ହୁଏ,** କିନ୍ତୁ ନବୟୌବନ ହାର ଦେହେ ମନେ କୋଥାଯ ସେଣ ଏକଟୁଓ ଭାର ଚାପାଇୟା ଦେଇ ନାହିଁ। ହାର ଗତି ସହଜ, ଦୀପ୍ତି ନିର୍ମଳ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶୁଚିତା ଅପୂର୍ବ, ହାର କୋନୋ ଜାଯଗାଯ କିଛୁ ଜଡ଼ିମା ନାହିଁ।

ଆମି ଦେଖିତେଛି, ବିନ୍ଧାରିତ କରିଯା କିଛୁ ବଲା ଆମାର ପକ୍ଷେ ଅସନ୍ତ୍ଵବ । ଏମନ-କି ସେ ଯେ କୀ ରଙ୍ଗେ କାପଡ଼ କେମନ କରିଯା ପରିଯାହିଲ ତାହାଓ ଠିକ କରିଯା ବଲିତେ ପାରିବ ନା । ଏଟା ଖୁବ ସତ୍ୟ ସେ, ତାର ବେଶେ ଭୂଷାୟ ଏମନ କିଛୁଟି ଛିଲ ନା ସେଠା ତାହାକେ ଛାଡ଼ାଇୟା ବିଶେଷ କରିଯା ଚୋଖେ ପଡ଼ିତେ ପାରେ ।



ମେ ନିଜେର ଚାରିଦିକେର ସକଳେର ଚେଯେ ଅଧିକ-ରଜନୀଗନ୍ଧାରୀ<sup>ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଜରୀର ମତୋ ସରଳ ବୃତ୍ତଟିର ଉପରେ ଦାଁଡାଇୟା, ଯେ</sup> ଗଛେ ଫୁଟିଯାଛେ ସେ ଗାଛକେ ସେ ଏକେବାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଉଠିଯାଛେ । ସଙ୍ଗେ ଦୁଟି-ତିନଟି ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ ମେଯେ ଛିଲ, ତାହାଦିଗକେ ଲହିୟା ତାହାର ହାସି ଏବଂ କଥାର ଆର ଅନ୍ତ ଛିଲ ନା । ଆମି ହାତେ ଏକଖାନା ବହି ଲହିୟା ସେ ଦିକେ କାନ ପାତିଯା ରାଖିଯାଛିଲାମ । ଯେଟୁକୁ କାନେ ଆସିତେଛିଲ ସେ ତୋ ସମସ୍ତଟି ଛେଲେମାନୁଷଦେର ସଙ୍ଗେ ଛେଲେମାନୁଷି କଥା । ତାହାର ବିଶେଷତ୍ତ ଏହି ଯେ, ତାହାର ମଧ୍ୟେ ବୟସେର ତଫାତ କିଛୁମାତ୍ର ଛିଲ ନା-ଛୋଟଦେର ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନାୟାସେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦେ ଛୋଟ ହିୟା ଗିଯାଛିଲ । ସଙ୍ଗେ କତକଣ୍ଠିଲି ଛବିଓଯାଲା ଛେଲେଦେର ଗଲ୍ପେର ବହି-ତାହାରଇ କୋନୋ-ଏକଟା ବିଶେଷ ଗଲ୍ପ ଶୋନାଇବାର ଜନ୍ୟ ମେଯରା ତାହାକେ ଧରିଯା ପଡ଼ିଲ । ଏ ଗଲ୍ପ ନିଶ୍ଚଯ ତାରା ବିଶ-ପଂଚିଶ ବାର ଶୁଣିଯାଛେ ।



◆ কল্যাণীকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

- (ক) শিমুল ফুল
- ~~(খ)~~ রঞ্জনীগন্ধা
- (গ) জবা
- (ঘ) মাকালফল



ମେଯେଦେର କେନ ସେ ଏତ ଆଗ୍ରହ ତାହା ବୁଝିଲାମ । ସେଇ ସୁଧାକଟେର ସୋନାର କାଠିତେ ସକଳ କଥା ସେ ସୋନା ହଇୟା ଓଠେ । ତାଇ ମେଯେରା ସଖନ ତାର ମୁଖେ ଗଲ୍ପ ଶୋନେ ତଥନ ଗଲ୍ପ ନୟ, ତାହାକେଇ ଶୋନେ; ତାହାଦେର ହଦ୍ୟେର ଉପର ପ୍ରାଣେର ଝର୍ଣ୍ଣିଆ ପଡ଼େ । ତାର ସେଇ ଉତ୍ୱାସିତ ପ୍ରାଣ ଆମାର ସେଦିନକାର ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକେ ସଜୀବ କରିଯା ତୁଳିଲ; ଆମାର ମନେ ହଇଲ, ଆମାକେ ସେ ପ୍ରକୃତି ତାହାର ଆକାଶ ଦିଯା ବେଷ୍ଟ କରିଯାଛେ ସେ ଏଇ ତରଣୀରଇ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଅନ୍ଧାନ ପ୍ରାଣେର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାର । ପରେର ଷ୍ଟେଶନେ ପୌଛିତେଇ ଖାବାରଓୟାଲାକେ ଡାକିଯା ସେ ଖୁବ ଖାନିକଟା ଚାନା-ମୁଠ କିନିଯା ଲଇଲ ଏବଂ ମେଯେଦେର ସଙ୍ଗେ ମିଲିଯା ନିତାନ୍ତ ଛେଲେମାନୁଷେର ମତୋ କରିଯା କଲହାସ୍ୟ କରିତେ କରିତେ ଅସଂକୋଚେ ଖାଇତେ ଲାଗିଲ । ଆମାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଜାଲ ଦିଯା ବେଡ଼ା-ଆମି କେନ ବେଶ ସହଜେ ହାସିମୁଖେ ମେଯେଟିର କାଛେ ଏଇ ଚାନା ଏକମୁଠା ଚାହିୟା ଲହିତେ ପାରିଲାମ ନା । ହାତ ବାଡ଼ାଇୟା ଦିଯା କେନ ଆମାର ଲୋଭ ସ୍ଵିକାର କରିଲାମ ନା ।



ମା ଭାଲୋ-ଲାଗା ଏବଂ ମନ୍ଦ-ଲାଗାର ମଧ୍ୟେ ଦୋମନା ହଇଯାଇଲେନ । ଗାଡ଼ିତେ ଆମି ପୁରୁଷମାନୁଷ, ତରୁ ଇହାର କିଛୁମାତ୍ର ସଂକୋଚ ନାହିଁ, ବିଶେଷତ ଏମନ ଲୋଭୀର ମତୋ ଖାଇତେଛେ, ସେଟା ଠିକ ତାଁର ପଚନ୍ଦ ହଇତେଛିଲ ନା; ଅଥଚ ଇହାକେ ବେହାୟା ବଲିଯାଓ ତାଁର ଭ୍ରମ ହ୍ୟ ନାହିଁ । ତାଁର ମନେ ହଇଲ, ଏ ମେଯେର ବୟସ ହଇଯାଛେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହ୍ୟ ନାହିଁ । ମା ହଠାତ୍ କାରାଓ ସଙ୍ଗେ ଆଲାପ କରିତେ ପାରେନ ନା **ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ଦୂରେ ଦୂରେ ଥାକାଇ ତାଁର ଅଭ୍ୟାସ** । ଏହି ମେଯେଟିର ପରିଚୟ ଲହିତେ ତାଁର ଖୁବ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ବାଧା କାଟାଇୟା ଉଠିତେ ପାରିତେଛିଲେନ ନା । ଏମନ ସମୟେ ଗାଡ଼ି ଏକଟା ବଡ଼ୋ ଷ୍ଟେଶନେ ଆସିଯା ଥାମିଲ । ସେଇ ଜେନାରେଲ-ସାହେବେର ଏକଦଳ ଅନୁସଙ୍ଗୀ ଏହି ଷ୍ଟେଶନ ହିତେ ଉଠିବାର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିତେଛେ । ଗାଡ଼ିତେ କୋଥାଓ ଜାଯଗା ନାହିଁ । ବାର ବାର ଆମାଦେର ଗାଡ଼ିର ସାମନେ ଦିଯା ତାରା ଘୁରିଯା ଗେଲ । ମା ତୋ ଭୟେ ଆଡ଼ିଷ୍ଟ, ଆମିଓ ମନେର ମଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ପାଇତେଛିଲାମ ନା ।



◆ মানুষের থেকে দূরে দূরে থাকা কার স্বভাব?

- (ক) অনুপমের
- (খ) অনুপমের মায়ের
- (গ) কল্যাণীর
- (ঘ) মামার



ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର ଅଳ୍ପକାଳ-ପୂର୍ବେ ଏକଜନ ଦେଶ ରେଲୋସ୍ କର୍ମଚାରୀ ନାମ-ଲେଖା ଦୁଇଥାନା ଟିକିଟ ଗାଡ଼ିର ଦୁଇ ବେଞ୍ଚେର ଶିଯରେର କାହେ ଲଟକାଇୟା ଦିଯା ଆମାକେ ବଲିଲ, “ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଏହି ଦୁଇ ବେଞ୍ଚ ଆଗେ ହିତେହି ଦୁଇ ସାହେବ ରିଜାର୍ କରିଯାଛେ, ଆପନାଦିଗକେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିତେ ଯାଇତେ ହିବେ । ” ଆମି ତୋ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବ୍ୟନ୍ତ ହିଯା ଦାଁଡାଇୟା ଉଠିଲାମ । ମେଯେଟି ହିନ୍ଦିତେ ବଲିଲ, “ ନା, ଆମରା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ନା । ” ସେ ଲୋକଟି ରୋଖ କରିଯା ବଲିଲ, “ ନା ଛାଡ଼ିଯା ଉପାୟ ନାହିଁ । ” କିନ୍ତୁ ମେଯେଟିର ଚଲିଷ୍ଟୁତାର କୋନୋ ଲକ୍ଷଣ ନା ଦେଖିଯା ସେ ନାମିଯା ଗିଯା ଇଂରେଜ ସ୍ଟେଶନ-ମାସ୍ଟାରକେ ଡାକିଯା ଆନିଲ । ସେ ଆସିଯା ଆମାକେ ବଲିଲ, “ ଆମି ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ- ” ଶୁଣିଯା ଆମି କୁଳି କୁଳି କରିଯା ଡାକ ଛାଡ଼ିତେ ଲାଗିଲାମ । ମେଯେଟି ଉଠିଯା ଦୁଇ ଚକ୍ର ଅଗ୍ନିବରସନ କରିଯା ବଲିଲ, “ ନା, ଆପନି ଯାଇତେ ପାରିବେନ ନା, ଯେମନ ଆଛେନ ବସିଯା ଥାକୁନ । ” ବଲିଯା ସେ ଦ୍ୱାରେର କାହେ ଦାଁଡାଇୟା ସ୍ଟେଶନ-ମାସ୍ଟାରକେ ଇଂରେଜି ଭାଷାଯ ବଲିଲ, “ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ହିତେ ରିଜାର୍ କରା, ଏ କଥା ମିଥ୍ୟା କଥା । ” ବଲିଯା ନାମ ଲେଖା ଟିକିଟଟି ଖୁଲିଯା ପ୍ଲାଟଫର୍ମେ ଛୁଡ଼ିଯା ଫେଲିଯା ଦିଲ ।



ଇତିମଧ୍ୟେ ଆର୍ଦାଲି-ସମେତ ଇୁନିଫର୍ମ-ପରା ସାହେବ ଦ୍ୱାରେର କାଛେ ଆସିଯା ଦାଁଡ଼ାଇୟାଛେ । ଗାଡ଼ିତେ ସେ ତାର ଆସବାସ ଉଠାଇବାର ଜନ୍ୟ ଆର୍ଦାଲିକେ ପ୍ରଥମେ ଇଶାରା କରିଯାଇଛି । ତାହାର ପର ମେୟେଟିର ମୁଖେ ତାକାଇୟା, ତାର କଥା ଶୁଣିଯା, ଭାବ ଦେଖିଯା, ଷ୍ଟେଶନ-ମାସ୍ଟାରକେ ଏକଟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲ ଏବଂ ତାହାକେ ଆଡ଼ାଲେ ଲହିୟା ଗିଯା କୀ କଥା ହଇଲ ଜାନି ନା । ଦେଖା, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଅତୀତ ହଇଲେଓ ଆର-ଏକଟା ଗାଡ଼ି ଜୁଡ଼ିୟା ତବେ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଲ । ମେୟେଟି ତାର ଦଲବଳ ଲହିୟା ଆବାର ଏକପତ୍ରନ ଚାନା-ମୁଠ ଖାଇତେ ଶୁରୁ କରିଲ, ଆର ଆମି ଲଜ୍ଜାଯ ଜାନଲାର ବାହିରେ ମୁଖ ବାଡ଼ାଇୟା ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଦେଖିତେ ଲାଗିଲାମ । କାନପୁରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଯା ଥାମିଲ । ମେୟେଟି ଜିନିସପତ୍ର ବାଁଧିଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ-ଷ୍ଟେଶନେ ଏକଟି ହିନ୍ଦୁଶାନି ଚାକର ଛୁଟିଯା ଆସିଯା ଇହାଦିଗକେ ନାମାଇବାର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିତେ ଲାଗିଲ ।



ମା ତଥନ ଆର ଥାକିତେ ପାରିଲେନ ନା । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, “ତୋମାର ନାମ କୀ ମା ।” ମେଯେଟି ବଲିଲ, “ଆମାର ନାମ କୁଳ୍ୟାଣୀ ।” ଶୁଣିଯା ମା ଏବଂ ଆମି ଦୁଜନେଇ ଚମକିଯା ଉଠିଲାମ । “ତୋମାର ବାବା-”  
“ତିନି ଏଖାନକାର ଡାକ୍ତାର, ତାହାର ନାମ ଶନ୍ତନାଥ ସେନ ।” ତାର ପରେଇ ସବାଇ ନାମିଯା ଗେଲ ।

ମାମାର ନିଷେଧ ଅମାନ୍ୟ କରିଯା, ମାତୃ-ଆଜ୍ଞା ଠେଲିଯା, ତାର ପରେ ଆମି କାନ୍ପୁରେ ଆସିଯାଛି । କଲ୍ୟାଣୀର ବାପ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣୀର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହିୟାଛେ । ହାତ ଜୋଡ଼ କରିଯାଛି, ମାଥା ହେଁଟ କରିଯାଛି; ଶନ୍ତନାଥବାବୁର ହନ୍ଦଯ ଗଲିଯାଛେ । କଲ୍ୟାଣୀ ବଲେ, “ଆମି ବିବାହ କରିବ ନା ।” ଆମି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, “କେନ ।” ସେ ବଲିଲ, “ମାତୃ-ଆଜ୍ଞା ।” କୀ ସର୍ବନାଶ । ଏ ପକ୍ଷେ ମାତୁଳ ଆଛେ ନାକି । ତାର ପରେ ବୁଝିଲାମ, ମାତୃଭୂମି ଆଛେ । ସେଇ ବିବାହ-ଭାଙ୍ଗାର ପର ହିତେ କଲ୍ୟାଣୀ ମେଯେଦେର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମି ଆଶା ଛାଡ଼ିତେ ପାରିଲାମ ନା । ସେଇ ସୁରଟି ଯେ ଆମାର ହନ୍ଦଯେର ମଧ୍ୟେ ଆଜଓ ବାଜିତେଛେ-  
ସେ ଯେନ କୋନ ଓପାରେର ବାଁଶି-ଆମାର ସଂସାରେର ବାହିର ହିତେ ଆସିଲ-ସମନ୍ତ ସଂସାରେର ବାହିରେ ଡାକ ଦିଲ ।



ଆର, ସେଇ-ସେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରେ ମଧ୍ୟେ ଆମାର କାନେ ଆସିଯାଇଲି “ଜାୟଗା ଆଛେ”, ସେ ସେ ଆମାର ଚିରଜୀବନେର ଗାନେର ଧୂଯା ହେଯା ରହିଲି । ତଥନ ଆମାର ବୟସ ଛିଲ ତେଇଶ, ଏଥନ ହେଯାଛେ ସାତାଶ । ଏଥିନୋ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତୁଳକେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି । ନିତାନ୍ତ ଏକ ଛେଲେ ବଲିଯା ମା ଆମାକେ ଛାଡ଼ିତେ ପାରେନ ନାହିଁ । ତୋମରା ମନେ କରିତେଛୁ, ଆମି ବିବାହେର ଆଶା କରି? ନା, କୋଣୋ କାଲେଇ ନା । ଆମାର ମନେ ଆଛେ, କେବଳ ସେଇ ଏକ ରାତ୍ରିର ଅଜାନା କଠେର ମଧୁର ସୁରେର ଆଶା-ଜାୟଗା ଆଛେ । ନିଶ୍ଚଯଇ ଆଛେ । ନିଲାଙ୍କିରଣ ଦାଁଡାବ କୋଥାଯ । ତାଇ ବର୍ଷରେ ପର ବର୍ଷର ଯାଯ ଆମି ଏହିଥାନେଇ ଆଛି । ଦେଖା ହ୍ୟ, ସେଇ କର୍ତ୍ତ ଶୁଣି, ଯଥନ ସୁବିଧା ପାଇ କିଛୁ ତାର କାଜ କରିଯା ଦିଇ-ଆର ମନ ବଲେ, ଏହି ତୋ ଜାୟଗା ପାଇଯାଇଛି । ଓଗେ ଅପରିଚିତା, ତୋମାର ପରିଚଯେର ଶେଷ ହଇଲ ନା, ଶେଷ ହଇବେ ନା; କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆମାର ଭାଲୋ, ଏହି ତୋ ଆମି ଜାୟଗା ପାଇଯାଇଛି ।



## ନିଜେକେ ଯାଚାଇ

◆ ଅନୁପମେର ଥେକେ ତାର ମାମା ବଡ଼ଜୋର କତ ବହରେର ବଡ଼?

କ. ଦୁଇ

ଖ. ତିନି

ଗ. ଚାରି

ଘ. ଛୟା



◆ ଅନୁପମେର ମା କେମନ ସରେର ମେଯେ?

କ. ବାମୁନେର

ଖ. ଗରିବେର

ଗ. କାଯେତେର

ଘ. ଧନୀର

◆ ଅନୁପମେର ବନ୍ଧୁର ନାମ କୀ?

କ. ହିରଣ୍ୟ

ଖ. ହରିଶ

ଗ. ନରେଶ

ଘ. ପରେଶ



◆ হরিশ কোন বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিল?

- ক. ঘটকালিতে
- খ. তাস পেটাতে
- গ. আসর জমাতে
- ঘ. গুল মারতে

◆ বিনুদার ভাষাটা কেমন?

- ক. বড় নীরস
- খ. অত্যন্ত আঁটি
- গ. নিতান্ত সাদামাটা
- ঘ. চলনসহ



## নমুনা সূজনশীল প্রশ্নঃ

মাতৃনেহে তুলনা নাই, কিন্তু অতিনেহে অনেক সময় অমঙ্গল অ্যানায়ন করে। যে নেহের উভাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃন্দয়ে মমতার প্রাবল্য, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। ভীরুৎ, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

(ক) ‘রসন চৌকি’ শব্দের অর্থ কী?

(খ) মামা বিবাহ বারিতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না কেনো?

(গ) ‘মাতৃনেহের আধিক্যে পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। উদ্বীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপম চরিত্রে - বুঝিয়ে লিখ।

(ঘ) উদ্বীপকে বর্ণিত মাতৃনেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হইয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্পের পরিণতিতে বৃত্তাঙ্গ ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসাবে তাকে পাওয়া যায়।-- মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই করো।



ସୋନାର ତରୀ



## শিখনফলঃ

- রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন সম্পর্কে জানা যাবে।
- কর্মের মাধ্যমে মানুষ চিরজীবী হয়, বিষয়টি বুঝতে পারবে।

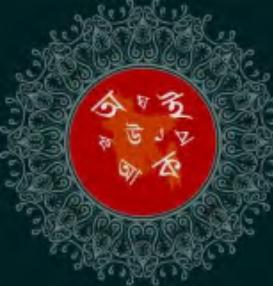


# শব্দার্থ

উকেষ

মন্ত্ৰ  
(মন্ত্ৰমুদ্রা)

| শব্দ      | অর্থ                                     |
|-----------|--|
| গরজে      | গর্জন করা                                |
| ক্ষুরধার  | ক্ষুরের মতো ধারালো যে<br>প্রবাহ বা শ্রোত |
| থরপৱণা    | ধারালো বৰ্ণা                             |
| থৰে বিথৰে | স্তরে স্তরে                              |
| বাঁকা জল  | মহাকাল বাঁ কালশ্রোত                      |
| সোনার তরী | জীবনের প্রতীক                            |
| সোনার ধান | জীবনের সৃষ্টিকর্ম                        |
| মাঝি      | মহাকালের প্রতীক                          |
| ঘন বৰষা   | গভীর সংকট                                |



## ନିଜେକେ ଯାଚାଇ

୧। ସୋନାର ତରୀ କବିତାଯ ବାଁକା ଜଳ' କିମେର  
ପ୍ରତୀକ?

- (କ) ମହାକାଳ
- (ଖ) ନଦୀର ଶ୍ରୋତ
- (ଗ) ଖରଶ୍ରୋତ
- (ଘ) ଧାରାଲୋ ଜଳଶ୍ରୋତ

[ଦି, ବୋ-୨୩]

୨। ସୋନାର ତରୀ କବିତାଯ ମହାକାଳେର ପ୍ରତୀକ  
କେ?

- (କ) ଧନ
- (ଖ) ନଦୀ
- (ଗ) ମାର୍କି
- (ଘ) ନୌକା

[ମ, ବୋ-୨୩]



৩। সোনার তরী কবিতায় ‘ঘন বরষা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [য,বো-২৩]

- (ক) ভরা জল
- (খ) গভীর সংকট
- (গ) প্রবল বর্ষণ
- (ঘ) তীব্র শ্রোত

৪। ‘ক্ষুরধারা’ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? [চ,বো-২৩]

- (ক) ক্ষুরের মতো চকচকে
- (খ) ক্ষুর ধারা কাটা
- (গ) ক্ষুরের মতো ধারালো
- (ঘ) ক্ষুরের ধার



৫। সোনার তরী কবিতায় ‘সোনার ধন’ আসলে কি? [চ,বো-২৩]

- (ক) নৌকা
- (খ) সম্পদ
- (গ) সৃষ্টিকর্ম
- (ঘ) মহাকাল

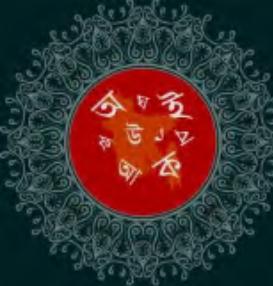


## জানা জরুরী

- কবিতাটি সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা।
- কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত হলে রচিত।
- রূপক কবিতা।
- ৮+৫ মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যাস।



স্ফুরণ  
মাত্রা  
সংজ্ঞা



## କବିତା

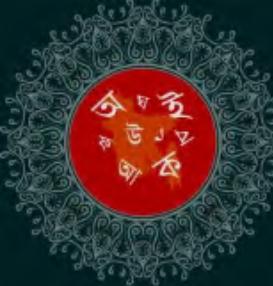
ଗଗନେ ଗରଜେ ମେଘ, ସନ ବରଷା ।  
କୁଳେ ଏକା ବସେ ଆଛି, ନାହିଁ ଭରସା ।  
ରାଶି ରାଶି ଭାରା ଭାରା  
ଧାନ କଟା ହଲ ସାରା,  
ଭରା ନଦୀ କ୍ଷୁରଧାରା  
ଖରପରଶା ।

କାଟିତେ କାଟିତେ ଧାନ ଏଲ ବରଷା ।

।



ନିଷ୍ଠା ମେବ  
ଶୀଘ୍ର ପରିଚ୍ୟ  
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ



## କବିତା

একখାନି ଛୋଟୋ ଖେତ, ଆମି ଏକେଲା-  
ଚାରି ଦିକେ ବାଁକା ଜଳ କରିଛେ ଖେଲା ॥  
ପରପାରେ ଦେଖି ଆଁକା  
ତରୁଛାଯାମସୀ-ମାଥା  
ଗ୍ରାମଖାନି ମେଘେ ଢାକା  
ପ୍ରଭାତବେଲା-  
ଏ ପାରେତେ ଛୋଟୋ ଖେତ, ଆମି ଏକେଲା ॥





## কবিতা

(মহামন্ত্র)

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

তরা-পালে চলে যায়,

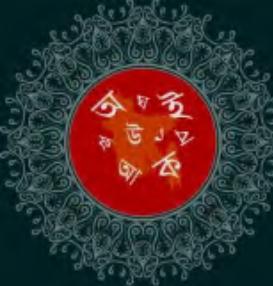
কোনো দিকে নাহি চায়,

চেউগুলি নিরূপায়

ভাঙ্গে দু ধারে-

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥





## କବିତା

ଓଗୋ, ତୁମି କୋଥା ଯାଓ କୋନ୍ ବିଦେଶେ?

ବାରେକ ଭିଡ଼ାଓ ତରି କୂଲେତେ ଏସେ ।

ଯେଯୋ ଯେଥା ଯେତେ ଚାଓ,

ଯାରେ ଖୁଣି ତାରେ ଦାଓ-

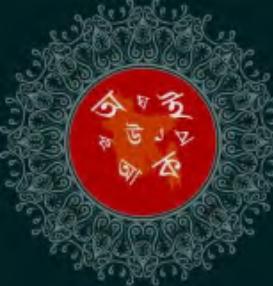
ଶୁଦ୍ଧ ତୁମି ନିଯେ ଯାଓ

କ୍ଷଣିକ ହେସେ

ଆମାର ସୋନାର ଧାନ କୂଲେତେ ଏସେ ॥

(ମନ୍ତ୍ର୍ୟମ୍ଭ)





### କବିତା

যତ ଚାଓ ତତ ଲଓ ତରଣୀ-ପରେ ।  
ଆର ଆଛେ-ଆର ନାହି, ଦିଯେଛି ଭରେ ॥

ଏତକାଳ ନଦୀକୁଳେ  
ଯାହା ଲଯେ ଛିନ୍ନ ଭୁଲେ  
ସକଳି ଦିଲାମ ତୁଲେ  
ଥରେ ବିଥରେ-

ଏଥନ ଆମାରେ ଲହ କରଣା କରେ ॥





## କବିତା



ଠଁଇ ନାଇ, ଠଁଇ ନାଇ- ଛୋଟୋ ମେ ତରୀ  
ଆମାରି ସୋନାର ଧାନେ ଗିଯେଛେ ଭରି ।  
ଶ୍ରାବଣପାଦନ ଘିରେ  
ଘନ ମେଘ ସୁରେ ଫିରେ,  
ଶୂନ୍ୟ ନଦୀର ତୀରେ  
ରହିଲୁ ପଡ଼ି-  
ଯାହା ଛିଲ ନିଯେ ଗେଲ ସୋନାର ତରୀ ॥





## নিজেকে যাচাই

◆ সোনার তরী কবিতায় কোন কথা বলা হয়েছে?

- (ক) গ্রীষ্ম
- ~~(খ) বর্ষা~~
- (গ) শীত
- (ঘ) হেমন্ত

◆ ‘সোনার তরী’ কবিতার মূল ভাবগত বিষয় কী?

- (ক) নদী ও নৌকা
- (খ) কৃষক ও ধান
- (গ) প্রকৃতি ও জীবন
- ~~(ঘ) মহাকাল~~ ও মানুষ

মন্তব্য



## ନିଜେକେ ଯାଚାଇ

◆ ‘ମୋନାର ତରୀ’ କବିତାଯ ଆମି ଏକେଲା ବଲତେ କାକେ ବୋରାନୋ ହୁଯେଛେ?

- (ଫ) ନିଃସଙ୍ଗ କବିକେ
- (ଖ) ନିଃସଙ୍ଗ କୃଷକକେ
- (ଗ) ନିଃସଙ୍ଗ ମାର୍କିକେ
- (ଘ) ନୌକାକେ

◆ କବି ‘ଛୋଟ ଖେତ’ ବଲତେ କୀ ବୁଝିଯେଛେ?

- (କ) ଆଯତନେ ଛୋଟ କ୍ଷେତ
- (ଖ) ନଦୀର ଛୋଟ ଚର
- (ଗ) ମାନୁଷେର ଜୀବନପରିଧି
- (ଘ) ଅଜାନାର ଦେଶ



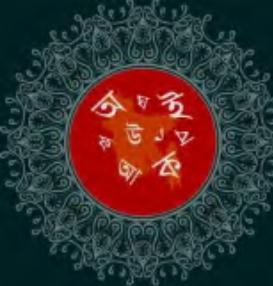
## ନିଜେକେ ଯାଚାଇ

◆ ‘ସୋନାର ତରୀ’ କବିତାର ବର୍ଣନା ମତେ ବର୍ଷା କଥନ ଏଲୋ?

- (କ) ଧାନ କାଟା ଶୁରୁ ହଲେ
- ~~(ଖ)~~ ଧାନ କାଟିତେ କାଟିତେ
- (ଗ) ଧାନ କାଟା ଶେଷ ହଲେ
- (ଘ) ନୌକାଯ ଧାନ ତୁଲେ ଦିଲେ

◆ ‘ସୋନାର ତରୀ’ କବିତାଯ କୋନ ମାସେର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ?

- (କ) ଆସାଢ
- ~~(ଖ)~~ ଶ୍ରାବଣ
- (ଗ) ଭାଦ୍ର
- (ଘ) ଆଶ୍ଵିନ



## ◆ কোন বিষয়গুলোর উপর প্রশ্ন হতে পারেং

- {  মানবজীবনের চিরন্তন সত্য হলো মৃত্যু।
- মহৎ সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করা যায়। অর্থাৎ মানুষ বাঁচে তাঁর কর্মে।
- বর্ষাকালীন গ্রামীণ প্রকৃতির রূপ বর্ণনা।



নানাঃ আমার বন্ধু বিদ্যানন্দ এ বিখ্যাত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজের অনেকেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে তখন ভাল চোখে দেখেননি। তবে তিনি দমে যান নি, তিলে তিলে গড়ে তোলেন এ বিদ্যালয়টি। কিন্তু সুনামের সবটুকু সম্মান তাঁর কপালে জুটল না।

নাতিঃ তিনি কোথায়?

নানাঃ তিনি নেই। অথচ তাঁর কর্ম পথ পেয়েছে; তাঁরই অবর্তমানে আমাদের মাঝে।

নাতিঃ কী নিষ্ঠুর পৃথিবীর নিয়ম।

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন?

(খ) ‘কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা’— কবির এমন অনুভূতির কারণ কী?

(গ) উদ্দীপকের বিদ্যানন্দ ‘সোনার তরী’ কবিতার কার সঙ্গে, কীভাবে সম্পর্কিত?

(ঘ) ‘তাঁর কর্ম পথ পেয়েছে; তাঁরই অবর্তমানে আমাদের মাঝে।- উদ্দীপকের এ উক্তির আলোকে ‘সোনার তরী’ কবিতার মূলভাব বিশ্লেষণ কর।



ତୋମାରା ସଂକର୍ମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର ।



ଆଜକେ ତାହିଁଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ, ଆବାର ଦେଖା ହବେ ।